152. Ja. 886. 3.

HISTORY OF BENGAL

FOR

BEGINNERS

BY

RAJ KRISHNA MOOKERJEA, M.A. AND B.L.

প্রথম শিক্ষা

বাঙ্গালার ইতিহাস।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল্, বিরচিত।

চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ।

Calcutta:

PRINTED BY JODU NATH SEAL,

HARE PRESS,

55, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

148, BARANASHI GHOSE'S STREET.

October, 1886.

[All Rights Reserved.]

LIST OF WORKS CONSULTED.

Bengal Administration Reports.

Bengal Census Reports.

Muir's Sanskrit Texts.

Mahawansa.

Fa Hian's Travels and Hiouen Thsang's Memoirs.

Contributions to Bengal History by such writers as Dr. Rajendra Lala Mitra, Mr Thomas, Mr Blochman, Dr. Wise, Mr. Westmacot, Rev J. Long, Dr. Hunter, Babu Kissory Chand Mittra, &c

Articles on *Sriharsa* and on *Historical Errors* from the *Bangadarsana* of 1281 B E.

Article on *Vidyapati* from the *Bangadarsana* of 1282 B E

Rajanikant's Life of Jayadeva

Elliot's History of India told by her own Historians.

Ain Akbari and Seir Mutakharin.

Stewart's, Marshman's and Lethbridge's History of Bengal.

Elphinstone's, Marshman's, Mill's and Orme's History of India.

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ।

Krishna Chunder Roy's History of British India in Bengali.

Ramgati Nyayaratna's Discourse on the Bengali Language and Literature.

বাঙ্গালার ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহকে সামান্যতঃ সুবা বাঙ্গালা বলা যায়। মোটা মোটী ধরিতে গেলে, উহার উত্তরে নেপাল, ভোট ও সিকিম রাজ্য; পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য ভারতবর্ষ। দক্ষিণে বঙ্গসাগর, এবং পূর্ব্বে আরাকাণ হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী শৈলশ্রেণী ও আসাম প্রদেশ। সুবা বাঙ্গালা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, ১ বাঙ্গালা, ২ বেহার, ৩ উড়িষ্যা। বাঙ্গালা প্রদেশ সুবর্ণরেখা নদী দ্বারা উড়িষ্যা হইতে, এবং মহানন্দা নদী ও রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী দ্বারা বেহার হইতে বিচ্ছিন্ন।

বাঙ্গালায় অনেক নদ, নদী আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গাই প্রধান। শ্রীহট্ট দিয়া সুর্ম্মা নদী আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে। গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথী এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া, বহু প্রশাখা সৃষ্টিপূর্ব্বক সমুদ্রে পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত যুক্ত হইয়াছে, দামোদর রূপনারায়ণ এবং কাঁসাই, ছোট নাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে ফেণী এবং কর্ণফুলি নদী আছে। উড়িষ্যার নদ, নদীর মধ্যে মহানদই প্রধান; বেহারে শোণ, কর্ম্মনাশা, গণ্ডক প্রভৃতি নদী আছে।

বাঙ্গালা দেশের ছয়টী প্রধান বিভাগ; ১ বর্দ্ধমান, ২ প্রেসিডেন্সি, ৩ রাজসাহী, ৪ কুচবেহার, ৫ ঢাকা, ৬ চট্টগ্রাম। বর্দ্ধমান বিভাগ ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী ও কুচবেহার বিভাগ বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী এবং সমুদ্রকূল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বিস্তৃত; পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ। সমুদায় উড়িষ্যা প্রদেশ লইয়া এক কটক বিভাগ। বেহারে পাটনা ও ভাগলপুর দুইটী বিভাগ আছে।

বর্দ্ধমান বিভাগে হিন্দু ও মুসলমানদিগের সময়ের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা, পুরাতন হিন্দুরাজধানী নবদ্বীপ এবং বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান মুরশিদাবাদ অবস্থিত। ভাগলপুর বিভাগে প্রাচীন গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ আছে। ঢাকা বিভাগে পূর্ব্ব বাঙ্গালার পূর্ব্বতন রাজধানী সুবর্ণগ্রামের ভগ্নাবশেষ আছে, যে ঢাকানগরী হইতে এই বিভাগের নামকরণ হইয়াছে, তাহাও মুসলমানদিগের সময়ে কিছুকাল রাজধানী ছিল। উড়িষ্যার প্রধান নগর কটক এবং পুরী মহাতীর্থ। বেহারে পাটনা, ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর আছে।

এদেশের ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল ও উর্ব্বরা। কেবল উত্তরে হিমাচলের নিকটে, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম প্রদেশে এবং দক্ষিণ বেহারে ও উড়িষ্যার পূর্ব্বপ্রান্তে, আর বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে পাহাড় আছে। উত্তর বেহার ও বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য চাউল, কিন্তু দক্ষিণ বেহারে ছাতু ও গোধূমের অধিক ব্যবহার। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও

উত্তর বেহারে চাউল অত্যধিক পরিমাণে জন্মে; যে প্রতি বৎসর তথা হইতে বহুলক্ষ মণ বিদেশে যায়। পাট, রেশম, নীল, চিনি, লাক্ষা, চা, আফিং, কুসুমফুল প্রভৃতিরও অনেক রপ্তানি হইয়া থাকে।

সুবা বাঙ্গালায় প্রায় সাত কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় দুই কোটী সতের লক্ষ মুসলমান, প্রায় একুশ লক্ষ সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতি, প্রায় দেড়লক্ষ বৌদ্ধ এবং সওয়া লক্ষ খৃষ্টান। অবশিষ্ট সাড়ে চারি কোটীর অধিক হিন্দু। সুবাবাঙ্গালায় প্রধানতঃ তিনটী ভাষা প্রচলিত, ১ বাঙ্গালা, ২ হিন্দি, ৩ উড়িয়া। বাঙ্গালা ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটী ৬৪ লক্ষের উপর, হিন্দিভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটী ৪৮ লক্ষ, উড়িয়াভাষীর সংখ্যা প্রায় ৫৪½ লক্ষ।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য-শাসনকাল।

[আর্য্যজাতি]—কোন্ জাতীয় লোকে প্রথমে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে, এবং কোথা হইতে কখন তাহারা এখানে উপস্থিত হয়, স্থির করা যায় না। তবে ইহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে, যে অতি পূর্ব্বকালে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিই এদেশে বাস করিত। পরে "আর্য্য" নামধারী হিন্দুরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এদেশ অধিকার করেন।

পরাজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিজেতাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান অসভ্যজাতিগণ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদিগেরই সন্তান সন্ততি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে আর্য্যবংশ বলে। আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থল মধ্য-এসিয়া; ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষ,পারস্য, এবং ইউরোপখণ্ড অধিকার করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মন, রুস, ওলন্দাজ, দিনেমার পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি জাতি আর্য্যবংশজাত।

আর্য্যগণ কখন এ প্রদেশে আগমন করেন, বলা যায় না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে তাঁহাদিগের যে অনেক সময় লাগিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

[বৌদ্ধ ধর্ম্ম]—মহাভারতে মগধ অর্থাৎ বেহারের পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের উল্লেখ আছে। তৎকালাবধি পুরাণে মগধের রাজাদিগের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধাধিপতি বিম্বিসর ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের নাম সিদ্ধার্থ। তাঁহার জন্ম স্থান কপিলবস্তু। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন কপিলবস্তুর রাজা ছিলেন, তাঁহার মাতার নাম মহামায়া। সূর্য্যবংশীয় শাক্যকুলে বুদ্ধদেবের জন্ম; এজন্য তাঁহাকে শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি বলে। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য্য দেখিয়া তিনি সংসার দুঃখময় জ্ঞান করেন, এবং ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন। তিনি কিছুকাল শিষ্যভাবে ব্রাহ্মণদিগের নিকটে

জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন। পরে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী নামধারণ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়াই প্রধান ধর্ম্ম। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অশীতি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।

[নন্দবংশ ও চন্দ্রগুপ্ত]—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা নয়জনে একশত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ে ভুবনবিখ্যাত মহাবীর আলেক্‌জণ্ডর পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজা পুরুকে পরাজিত করেন এবং সেইখানে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আলেক্‌জণ্ডর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রণাকুশল রাজনীতিবেত্তা চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের রাজাসন অধিকার করেন ও আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হন (৩২৫ খৃঃ পূঃ)। আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যুর পর তদীয় সৈনাপতি সেলুকস্ ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের উপর সমুদয় দাওয়া পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া, মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে মেগাস্থিনিস নামক একজন দূত প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে এতদ্দেশ সম্বন্ধে তাৎকালিক অনেক কথা জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রীকেরা ভারতবাসীদিগের সাহস ও সত্যপ্রিয়তা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

[অশোক]—চন্দ্রগুপ্তের পরে তৎপুত্র বিন্দুসার ও

তদনন্তর বিন্দুসারসুত অশোকবর্দ্ধন বা প্রিয়দর্শী মগধের রাজা হন। অশোক প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের একটী মহাসভা হয়, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারার্থ দূরদেশে প্রচারকগণ প্রেরিত হয়। বোধ হয় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানই মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। উড়িষ্যা হইতে পেশবার পর্য্যন্ত প্রস্তরস্তম্ভে বা গিরিগাত্রে খোদিত প্রিয়দর্শীর আদেশাবলী দৃষ্ট হয়। এই সকল পাঠ করিয়া জানা যায় যে, যদিও তিনি নিজে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি সকল ধর্ম্মের লোকের প্রতি তাঁহার সমান যত্ন ছিল। তিনি জীব হিংসা নিবারণ করেন, রাজবর্ত্মের ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করান, এবং পীড়িত মনুষ্য ও জীবের জন্য অনেক স্থানে চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম মৌর্য্যবংশ। অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য্যবংশীয় আরও কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন। অনন্তর সুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্তবংশের রাজগণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পরাক্রম ছিল।

[সিংহল বিজয়]—সিংহলের ইতিহাসে বাঙ্গালার প্রথম প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ প্রজা পীডন দোষে নির্ব্বাসিত হইলে, সাত শত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র যাত্রা করেন; অনন্তর অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে

পরাজিত করিয়া সেথানকার রাজা হন। পরে বিজয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার রাজবংশের আদিপুরুষ, এবং সিংহবংশের রাজা বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। কথিত আছে যে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসরই বিজয় সিংহলে উপস্থিত হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল, এবং তাঁহারা বর্ত্তমান ইংরেজদিগের ন্যায় সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া বিদেশ জয় করিয়াছিলেন।

[চীন পর্য্যটক]—সিংহল-বিজয়ের পর বঙ্গদেশের বিষয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় না; কিন্তু খৃষ্টের জন্মের তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে মগধের মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, এবং পরে তত্রত্য অন্ধ্র বংশীয় ও গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের যে প্রকার পরাক্রম হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, সময়ে সময়ে বঙ্গীয় রাজগণ মগধের অধীন ছিলেন। চীন দেশীয় পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটী প্রধান বন্দর ছিল, এবং তথা হইতে এদেশীয় লোক সমুদ্র পথে সিংহলাদি দূরদেশে গমনাগমন করিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ত্রিজি, মগধ চম্পা, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, শ্রীক্ষেত্র, কমলাঙ্ক, কিরণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল; এবং অনেক স্থলে

কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।*

[পাল বংশ]—অতঃপর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে একটী পরাক্রান্ত রাজবংশ লক্ষিত হয়। এই বংশীয়েরা "পাল" নামধারী ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইহারা সংস্কৃতের আদর করিতেন এবং হিন্দুদিগের প্রতি মমতা দেখাইতেন। এমন কি, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদ্বারাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পালবংশের প্রথম রাজা ভূপাল বা লোকপাল; তৎপুত্র ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন। ধর্ম্ম-পালের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবপাল অনেক রাজ্য জয় করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি সমুদয় ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত। উত্তর কালে এই বংশে মহীপাল নামে একজন রাজা হইয়াছিলেন; তিনি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহীপালদীঘী অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। পালবংশীয় ১২।১৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কে কখন্ রাজত্ব করেন এবং কে কি কার্য্য করেন, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, দিনাজপুর, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি

---

* ব্রিজি মিথিলা বা তিরহুত, মগধ পাটনা, চম্পা ভাগলপুর, পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বর্ত্তমান গৌড় ও পাণ্ডুয়া, সমতট বঙ্গ, শ্রীক্ষেত্র শ্রীহট্ট; কমলাঙ্ক কমিল্লা বা ত্রিপুরা, কিরণসুবর্ণ সুবর্ণ রেখা নদীর তীরবর্ত্তী এবং সিংহভূম ও বীরভূম প্রদেশের কোন স্থলে অবস্থিত; তাম্রলিপ্ত তমলুক, ওড্র উড়িষ্যা।

স্থানে তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়, এবং তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড়াধিপ বা গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। বাঙ্গালা ও বেহার উভয়ই যে তাঁহাদিগের অধিকারে ছিল, এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য স্থানের ভূপতিরা যে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[আদিশূর]—পালবংশের রাজ্য কিরূপে গেল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের অধিক মতি হওয়া, বোধ হয়, ইহার একটী কারণ। যাহা হউক পূর্ব্ববাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় "সেন" রাজারা প্রবল হইয়া উঠিলেই যে পালবংশের প্রভাব বিলুপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সেন বংশের প্রথম রাজা বীরসেন বা শূরসেন, এবং প্রথম রাজা বলিয়া তাঁহাকে আদিশূর বলে। আদিশূর রাজা হইয়া দেখিলেন যে বৌদ্ধদিগের অধিকার কালে লোক হিন্দুধর্ম্মের অনেক ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গিয়াছে। এ নিমিত্ত, তিনি কান্যকুব্জ হইতে সদ্বিদ্যাশালী ব্রাহ্মণ আনাইতে দূত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নাম শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। ইহাঁরা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" এবং "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" রচনা করেন। ভট্টনারায়ণ "বেণীসংহার" প্রণেতা। অপর তিনজনের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রজ; ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য; দক্ষ কাশ্যপ; বেদগর্ভ সাবর্ণ, ছান্দড় বাৎস, এই পাঁচজন হইতেই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের জন্ম; এবং ইহাঁদিগের সঙ্গে যে পাঁচ জন সহচর আসিয়াছিল, তাহাদিগের সন্তানেরাই বাঙ্গালার

প্রধান কায়স্থ। আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটে।

বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন এবং পৌত্র হেমন্তসেনের রাজত্ব সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা দেখা যায় না; কিন্তু লিখিত আছে যে তাঁহার প্রপৌত্র বিজয়সেন কামরূপ, গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করেন।

[বল্লাল সেন]—সেন বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি "দানসাগর" * নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; ঐ গ্রন্থে তিনি আপনাকে বিজয়-সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আইন আকবরীর মতে তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, এবং বাঙ্গালা দেশ নিম্ন-পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন; ১ রাঢ, ২ বরেন্দ্র, ৩ বাগড়ি, ৪ বঙ্গ, ৫ মিথিলা। বাঙ্গালার যে ভাগ ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ তাহার নাম রাঢ। যে ভাগ পদ্মার উত্তর এবং করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী, তাহার নাম বরেন্দ্র। যে ভূভাগ পদ্মা এবং ভাগীরথীর মধ্যস্থিত তাহার নাম বাগড়ি। করতোয়া এবং পদ্মার পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ প্রদেশের নাম বঙ্গ, এবং মহানন্দার পশ্চিমে মিথিলা। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে প্রধানতঃ রাঢ প্রদেশ লইয়া বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ; বরেন্দ্র লইয়া রাজসাহী এবং কুচবেহার বিভাগ, বঙ্গ

* "সময় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে বল্লাল-সেন দেব কর্ত্তৃক ১০১৯ শকাব্দে (অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর রচিত।

লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ; বাগড়ি লইয়াই প্রেসিডেন্সি বিভাগ; এবং মিথিলা বেহারের অন্তর্গত। বল্লালের দেশ বিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ হইয়াছে। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই তিনটী রাজধানী করিয়াছিলেন, এবং যখন যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইত সেইখানেই থাকিতেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও একজন প্রসিদ্ধ রাজা। লিখিত আছে যে, তিনি বারাণসী, প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্রে বিজয়-স্তম্ভ সংস্থাপন করেন। মিথিলায় অদ্যাপি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে। উহার চিহ্ন "লসং"। মাঘ মাসে উহার বৎসরারম্ভ হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছিল। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এবং তাঁহার সভায় থাকিয়া জয়দেব "গীতগোবিন্দ" প্রণয়ন করেন। "গীত-গোবিন্দের" ন্যায় সুমধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। জয়দেব অজয়নদতীরবর্ত্তী কেন্দবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সে গ্রামে অদ্যাপি জয়দেবের মেলা হয়। লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব ব্যতীত আরও তিনজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম উমাপতি ধর, শরণ ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য।

বোধ হয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালই সেনবংশের রাজ্য-বিস্তৃতির চরম সীমা। কিন্তু যদিও সেনবংশীয়েরা বিলক্ষণ পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, তথাপি পালবংশের ক্ষমতা একেবারে

বিলুপ্ত হয় নাই। বুদ্ধগয়ার ক্ষোদিত লেখ্যসকল দেখিয়া জানা যায় যে, পালবংশীয় ভূপতিরা হীনপ্রভ হইয়া মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন।

[বাঙ্গালা বিজয়]—লক্ষ্মণসেনের পরে তদীয় দুই পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন যথাক্রমে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন; এবং তদনন্তর ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাক্ষ্মণেয় বাঙ্গালার রাজা হন। তাঁহার বয়স যখন অশীতি বৎসর এবং তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মগধ রাজ্য ধ্বংস করিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী নামক মুসলমান সেনাপতি বঙ্গদেশে আসিতেছেন এই সংবাদ পৌঁছিল।* পণ্ডিতেরা বলিলেন যে, শাস্ত্রে লেখা আছে, মুসলমানদিগের জয় হইবে। সুতরাং অনেক প্রধান প্রধান অমাত্য আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রস্থান করিলেন। পর বৎসর বখ্‌তিয়ার একদল সেনা সজ্জীকৃত করিয়া বেহার হইতে অগ্রসর হইলেন, এবং সহসা এরূপ বেগে নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন, যে কেবল ১৮ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গী হইতে পারিল, তদনন্তর অন্য সৈন্যচয় পৌঁছিল। সমুদয় সেনা উপস্থিত হইলে নবদ্বীপ অধিকৃত হইল, এবং বৃদ্ধ ভূপতি নৌকাপথে পলায়ন করিলেন (১২০৩ খৃঃ অব্দ)।

[দেশের অবস্থা]—নবদ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার

* ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার দুই শত সৈন্য লইয়া নির্ব্বিবাদে বেহার অধিকার করেন। রাজা মুসলমানদিগের ভয়ে রাজধানী, পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভাগ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। লাক্ষণেয় "বঙ্গ" প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ, দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানী লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে রাঢ় ও বাগড়ি এই দুই বিভাগের দক্ষিণাংশ এবং "বঙ্গ" প্রদেশ প্রায় আরও একশত বৎসর স্বাধীন ছিল, অনন্তর মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে বেহারের বিলক্ষণ গৌরব ছিল। এখানে রাজর্ষি জনকের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিতেন; এখানে ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধমতের প্রথম প্রাদুর্ভাব; এখানে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্টের জন্ম; এবং এখানকার ভূপতিগণ অনেক সময়ে ভারতবর্ষের রাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন।

সেন বংশের রাজত্বকালে বঙ্গীয় সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হয়। সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আনীত হইলেন। কৌলিন্য-প্রথা সংস্থাপিত হইল, এবং তৎসঙ্গে বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়ের বীজ রোপিত হইল; কারণ একদিকে যেমন কুলীনেরা স্বশ্রেণীস্থ নিম্নশ্রেণীস্থ কন্যা পাইয়া অনেক বিবাহ করিবার সুবিধা দেখিলেন, তেমনই অপরদিকে নিম্নশ্রেণীস্থ পুরুষগণ সবর্ণা কুমারীবর্গের সংখ্যা হ্রাস হেতু বিবাহের পাত্রী পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া, অর্থ দ্বারা স্ত্রী ক্রয় করিতেও প্রস্তুত হইলেন। কুলীনের লক্ষণ * দেখিয়া বোধ হয়, সমাজে জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গের মান বাড়াইবার নিমিত্তই কৌলিন্য

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

মর্য্যাদার সৃষ্টি হইয়াছিল। কুলীনের যে নয়টী গুণ চাই, সেগুলি সামান্য লোকের থাকে না। কিন্তু কালে কৌলিন্য গুণসাপেক্ষ না থাকিয়া কেবল বংশগত হওয়াতে অনেক বিষময় ফলোৎপত্তির হেতু হইল।

এদিকে আবার শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণের গ্রন্থনিচয়ে দর্শন ও কাব্য চর্চ্চার পথ খুলিল; এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম তান বাজিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চ পণ্ডিত এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণের প্রভাবে লোকের ভাষায়ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল।

সেন রাজারা কেবল বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এমন নহে, তাঁহারা স্বয়ং বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, মাধবসেন ও কেশবসেনের রচিত কবিতা অদ্যাপি পাওয়া যায়।

সেনবংশীয় রাজাদিগের কয়েক খানি অনুশাসন পত্র দেখা গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে তাঁহারা অনেকেই শৈব ছিলেন *। বোধ হয় তৎকালে শৈবধর্ম্মই এদেশে প্রবল ছিল। কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ কালে সর্ব্বত্রই শৈবধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শিব ও শক্তির উপাসনা অনার্য্যজাতিদিগের পুরাতন ধর্ম্ম, এবং উহার সহায়তা অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন করেন।

---

* রাজা লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাঠান শাসন কাল (পরতন্ত্র)।

[মহম্মদ]—মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক। তিনি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশে মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বলদ্বারাও প্রচার করা বিধেয়, এই-রূপ উপদেশ দিয়া স্বদেশীয় লোকদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। তাঁহার মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ অঃ) অল্পকাল পরেই মুসলমান ধর্ম্ম সিন্ধু নদের পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা অর্থলোভে বা ধর্ম্মপ্রচারার্থে মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গজনী নগরীর সুলতান মামুদ। তিনি দ্বাদশ বার ভারতভূমি লুণ্ঠন ও অনেক দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করেন; কিন্তু তিনিও বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই।

অনন্তর, আফ্গানস্থানের অন্তর্গত ঘোর প্রদেশস্থ সাহেব-উদ্দিন মহম্মদ (১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায় ও অন্যান্য হিন্দুরাজাদিগকে থানেশ্বরের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী নগরী অধিকার করিলেন এবং তথায় কুতবুদ্দিন নামক একজন সেনাপতিকে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। কুতব রাজ্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজপুতনার কিয়দংশ এবং অযোধ্যা তাঁহার হস্তগত হইল।

[বখ্তিয়ার খিলিজী]—অযোধ্যা প্রদেশে যে সকল মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহম্মদ বখ্তিয়ার নামক খিলিজীবংশীয় একজন যুবক বিশেষ খ্যাতি লাভ

করেন; তিনি পরে মগধরাজ্য অধিকার করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিরূপে বাঙ্গালা বিজয় কার্য্য সমাধা হয়, পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বখ্তিয়ার, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ এবং বরেন্দ্র ভূমি লইয়া এক ভাগ। দিনাজপুর সন্নিহিত দেবকোট ইহার রাজধানী। রাঢ় এবং মিথিলার কিয়দংশ লইয়া অপরভাগ; রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। উত্তর প্রদেশস্থ হিন্দুরাজাদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ বখ্তিয়ার রঙ্গপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এবং কুচবেহারের রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কামরূপ এবং তিব্বত অধিকার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু কামরূপের রাজার সহিত যুদ্ধে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হয়, এবং কতিপয় সহচর সঙ্গে দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

[গায়স্ উদ্দিন]—বখ্তিয়ারের মৃত্যুর পরে খিলিজীবংশীয় কয়েক জন সেনাপতি ক্রমে ক্রমে এ দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে সুলতান গায়স্ উদ্দিনই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি বীরভূমস্থ লক্ষুর হইতে গৌড় দিয়া দেবকোট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করান এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণ দ্বারা গৌড় নগর সুশোভিত করিয়া তথায় বাস করেন; কামরূপ, মিথিলা এবং উড়িষ্যার রাজাদিগকে তিনি কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং হিন্দু, মুসলমান ভেদে বিচারের তারতম্য করিতেন না। তিনি পরিশেষে দিল্লীশ্বর সুলতান আল্‌তামসের অধীনতা অস্বীকার করেন; এজন্য সুলতান তদ্বিরুদ্ধে আপনার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরুদ্দিনকে প্রেরণ করেন। গায়স্ উদ্দিন সমরে পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭)।

[তুগন্ খাঁ]—নাসিরুদ্দিন কিছুকাল গৌড়ে শাসন কর্তৃত্ব করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর দিল্লী হইতে ক্রমে ক্রমে তিন জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয়ের নাম তুগন্ খাঁ; তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গৌড় নগর অবরোধ করেন। তুগন্ খাঁর প্রার্থনানুসারে দিল্লীশ্বরের আদেশে অযোধ্যা হইতে সাহায্য আসায় উড়িয়ারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

তুগন্ খাঁর পরবর্ত্তী তুগ্রল খাঁ নামক একজন শাসনকর্ত্তা প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দুইবার যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও, তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন; পরে কামরূপ আক্রমণ করিয়া বন্দীকৃত ও নিহত হন (১২৫৮)।

[মুগিস্উদ্দিন]—ইহার কিছুকাল পরে আমিন নামে এক ব্যক্তি গৌড়ের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন, তুগ্রল নামক তাঁহার একজন নায়েব ছিলেন; সম্রাট্ বেলিন্ অত্যন্ত পীড়িত এই সংবাদ শুনিয়া তুগ্রল বিদ্রোহী হইয়া শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করেন, এবং সুলতান মুগিসুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন (১২৭৯)। দিল্লীশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দুই দল সৈন্য পাঠান; কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়। এ নিমিত্ত বেলিন্ স্বয়ং বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তুগ্রল ত্রিপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন (১২৮২ খৃঃ অঃ)। অনন্তর বেলিন্ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসিরুদ্দিন উপাধি দিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করেন। বেলিন্ তুগ্রলের অনুসরণ সময়ে সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

[নাসিরুদ্দিন]—কিছু দিনান্তর নাসিরুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে তদীয় পুত্র কৈকুবাদ সম্রাট্ হইলেন এবং তিনি স্বয়ং গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কৈকুবাদ ক্রমে অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন; নাসিরুদ্দিন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন; ইহাতে যে মন্ত্রী তাঁহাকে মন্দ পথে লইয়া যাইতেছিল, তাহার মন্ত্রণায় তিনি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্য নিকট-বর্ত্তী হইল। কিন্তু দুদিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে নাসিরুদ্দিন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। মন্ত্রী কৈকুবাদকে পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিল। পুত্রসিংহাসনে আসীন হইলেন, পিতা দুবার কুর্ণিস করিলেন, তিনবার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকুবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে আলিঙ্গন করি-লেন এবং তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; অনন্তর পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি নীচে বসিলেন। পিতা পুত্রে মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সদুপদেশ দিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন (১২৯২ খৃঃ অঃ); কৈকুবাদ জিলালুদ্দিন খিলিজীর হস্তে রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন(১২৯০)। কৈকায়ুস্ এবং ফিরোজ সা নামক নাসিরুদ্দিনের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ সার সময়ে তৎপুত্র বাহাদুর সা পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৩১৭ বা ১৩১৮ সালে ফিরোজ সার মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্র সিহাবুদ্দিন লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাহাদুর, সিহাবুদ্দিনকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন। সিহাবুদ্দিন দিল্লীশ্বর গায়সুউদ্দিন তোগলকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইহার পরে কি হইল জানা যায় না। সম্রাট্ বাঙ্গালায় আসিয়া সিহাবুদ্দিনের ভ্রাতা নাসিরুদ্দিনকে শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাদুরকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান।

কিছুদিন পরে মহম্মদ তোগলক দিল্লীশ্বর হইয়া (১২৩৫) বাহাদুর সা ও বহরম খাঁর প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালার শাসনভার প্রদান করেন; এবং প্রায় তৎকালেই কদর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর ও আজম উলমূলক সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু বাহাদুর অত্যল্পকাল মধ্যেই স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ এবং স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; এ নিমিত্ত সম্রাট্ তদ্বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৩৩১); এবং বহরম খাঁকেই সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা রাখিয়া গেলেন। তোগলকের প্রস্থানের পর অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইল; এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

[মন্তব্য]—এ পর্য্যন্ত যে সকল পাঠান শাসনকর্ত্তাদিগের উল্লেখ হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকালে কখন কখন অরাজকতা উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু

রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটীর নাম বাঙ্গালা রাখেন। লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমুদয় দক্ষিণ বেহারও কখন কখন সারণ পর্য্যন্ত উত্তর বেহার প্রদেশ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাদিগের অধিকারে ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাঠান শাসনকাল (স্বতন্ত্র)।

[সামসুদ্দিন]- সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে পর তদনুচর ফকিরুদ্দিন পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন করেন (১৩৩৮), এবং তিনি দশবৎসর রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তৎপুত্র মুজাফর গাজি সা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ দিকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আলিউদ্দিন আলি সা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া সন্নিহিত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী করেন; এবং সামসুদ্দিন ইলিয়াস সা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন (১৩৩৯)। উভয়ে অনেক যুদ্ধ হয়, পরিশেষে

আলি সা পরাস্ত ও নিহত হন, এবং পাণ্ডুয়া ইলিয়াসের হস্তগত হয় (১৩৪৫)। কয়েক বৎসর পরে সামসুদ্দিন পূর্ব্ববাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন (১৩৫২)। অনন্তর তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন; এ নিমিত্ত সম্রাট্ তৃতীয় ফিরোজ সাহ তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। সামসুদ্দিন পাণ্ডুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একদলা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সম্রাট্ উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন যে সহজে উহা হস্তগত হইবে না, তখন সন্ধি করিয়া প্রস্থান করিলেন (১৩৫৩)। অল্পকাল পরে বাদসাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন (১৩৫৭)। এই সময়ে বাঙ্গালা রাজ্যের সীমা গণ্ডক নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

[সেকন্দর সা]—সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৩৫৮) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র "সেকন্দর সা" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হন। ফিরোজ সাহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। কিন্তু সেকন্দর পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া একদলা দুর্গে আশ্রয় লন এবং একপ যুদ্ধ কৌশল দেখান যে, সম্রাট্ কয়েকটী হস্তী ও কিঞ্চিৎ উপঢৌকন লইয়াই নিবৃত্ত হন (১৩৫৯)। সেকন্দর বিখ্যাত "আদিনা মস্জিদ" নির্ম্মাণ করেন; পাণ্ডুয়ায় উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের দুই মহিষী ছিল। একের গর্ভে গায়সুদ্দিন, অপরের গর্ভে ১৬টী সন্তান* জন্মে। গায়সুদ্দিন বিমাতার চক্রে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রাজবিদ্রোহী হন, এবং কিয়ৎকাল পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন, অনন্তর তাঁহার সহিত যুদ্ধে সেকন্দর হত হন (১৩৮৯)।

[গায়সুদ্দিন]—গায়সুদ্দিন* রাজা হইয়া আত্মরক্ষার্থে

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার কোন নিষ্ঠুরাচরণের উল্লেখ নাই। তিনি সদ্বিচার দ্বারা সকল লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় রাজত্বকালে তিনি পারসিক কবি হাফেজকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু কবি আগমন করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে উক্ত পৌত্রকে বিনাশ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[রাজা গণেশ]—১৪০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং ৮।৯ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অপক্ষপাতে রাজ্য শাসন করিয়া হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদু, জেলালুদ্দিন মহম্মদ সা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুসলমান হন, এবং গৌড় নগর পুনর্ব্বার রাজধানী করেন। জেলাল, গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় তনয় আহম্মদ সা রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রজাপীড়ন করিতেন, এবং অবশেষে দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন (১৪৪৫)। রাজা গণেশ এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক কমিয়াছিল। উত্তর পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জোয়ানপুরের সুলতান সমুদায় বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন।

[হাবসিগণ]—আহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা সামসুদ্দিনের বংশীয় নাসিরুদ্দিন নামক একজনকে রাজা করে; এবং ৪২ বৎসর এই বংশের হস্তেই রাজত্ব থাকে। নাসিরুদ্দিনের পুত্র বর্ব্বক সা রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে অনেক গুলি হাবসি (আবিসিনীয়) ক্রীতদাস ও খোজা নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে এমন পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রভুবধ করিয়া ইহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালার অধিপতি হয়; অল্পকালের মধ্যে অনেক মারামারি, কাটাকাটী ও ভূপতি পরিবর্ত্তন ঘটে। পরিশেষে মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন হাবসিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৪৯৪)।

[হোসেন সা]—বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান ভূপালবর্গের মধ্যে হোসেন সার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেখিলেন যে, এদেশে গোলযোগের প্রধান কারণ হাবসি সৈন্য ও দেশীয় পাইকগণ। এনিমিত্ত তিনি হাবসিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম-দক্ষিণ সীমায় অল্প অল্প নিষ্কর ভূমি দিয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে নিয়োজিত করিলেন।

হোসেন সা আসাম আক্রমণ করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু কামাতপুরের (কুচবেহারের) রাজাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন এবং তাঁহার রাজধানী বিনষ্ট করেন। অধিকৃত প্রদেশে হোসেন আপনার পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে কুচদিগের আক্রমণে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং বর্ত্তমান কুচবেহাররাজের পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

হোসেন সা বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। এবং দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদি জোয়ানপুর অধিকার করিলে, রাজ্যচ্যুত সুলতানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এনিমিত্ত সম্রাট্ বেহার অধিকার করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমানায় আসিতে আসিতেই সন্ধি হইল; এতদ্দ্বারা বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীশ্বরের থাকিল, বাঙ্গালা আক্রমণ নিবারিত হইল, এবং উভয় পক্ষের বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। ১৫২১ বা ১৫২৩ সালে হোসেন সা মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিয়, তেমনই অপর লোকের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন।

[নসরৎ সা]—হোসেন সার মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরৎ সা বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে তিনি অনেক সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আত্মীয় ও কুটুম্ব-গণের প্রতি স্নেহ দেখাইতেন, এবং মিথিলা, হাজিপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে মোগলসাম্রাজ্য সংস্থাপক বাবর সাহ পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬ খৃঃ অব্দে) ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীশ্বর হইলেন। ইব্রাহিম বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং বাবর বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নসরৎ সা বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া দুইবার পরিত্রাণ পাইলেন; এবং ১৫২৯ সালে বাবরের সহিত বন্ধুত্ব সূচক সন্ধি করিলেন, কিন্তু বাবরের মৃত্যু হইলেই তদীয় উত্তরাধিকারী হুমায়ুনের পরমশত্রু ইব্রাহিম লোদিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে নসরৎ সার নিষ্ঠুরাচরণে প্রজাগণ ও কর্ম্মচারী সকল অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল এবং পরিশেষে একজন খোজার হস্তে তিনি নিহত

হইলেন (১৫৩৩)। গৌড়ের "সোণা মস্‌জিদ" তাঁহারই নির্ম্মিত।

নসরতের ভ্রাতা মামুদ সা নসরতের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফিরোজ সাকে মারিয়া রাজাসন অধিকার করেন; কিছুকাল রাজত্ব করিয়াই তিনি সের সা কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন (১৫৩৬)।

[সের সা]—সের সা একজন সুরবংশীয় পাঠান। পশ্চিম বেহারে তাঁহার পৈতৃক জায়গির ছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। স্বহস্তে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র বধ করিয়া, তিনি সের আখ্যা পাইয়াছিলেন। ১৫২৮ সালে তিনি সম্রাট্ বাবরের অধীনতা স্বীকার করেন; পরে জনৈক পাঠান বিধবাকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর সাহ দিল্লী অধিকার করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে, মামুদ সাহ লোহানি নামক পাঠান সেনাপতি বেহার ও জোয়ানপুর দখল করিয়া তথাকার অধিপতি হন। সের মামুদের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং মামুদের মৃত্যু হইলে, যুবরাজ জেলাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া, সের বেহারের রাজপ্রতিনিধি হন। কিছুদিন পরে লোহানি সর্দ্দারেরা সেরের বিনাশার্থে একটী ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে জেলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণ সহ বাঙ্গালায় পলাইয়া যান ও মামুদ সার সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপে সের বেহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। অনন্তর তিনি মামুদ সাকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য "রোহিতাস দুর্গ" অধিকার করিয়া সেখানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবার উপায় করেন।

রাজ্যচ্যুত মামুদ সা দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলেন; এবং হুমায়ুন বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া গৌড় নগর অধিকার করিলেন। সের পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বারাণসী হস্তগত করিলেন এবং বাঙ্গালা হইতে হুমায়ুনের প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিলেন। যখন হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলের নিকটে সেরের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। অবশেষে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সের অঙ্গীকার করিলেন, যে যদি হুমায়ুন তাঁহাকে বাঙ্গালা এবং বেহারের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া মোগলেরা কিঞ্চিৎ অনবধান হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রাত্রিকালে সের তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। হুমায়ুন অতিকষ্টে গঙ্গা সন্তরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এবং অত্যল্প সহচর সঙ্গে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। সের সা বাঙ্গালার শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া ৫০ হাজার পাঠান সৈন্য লইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুনরায় যাত্রা করিলেন। কানোজের নিকটে যুদ্ধ হইল (১৫৪০); হুমায়ুন পরাস্ত হইয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন; এবং সের দিল্লীশ্বর হইলেন। ইহার পরে বিদ্রোহ নিবারণার্থে তিনি একবার মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; আসিয়া এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেরের মৃত্যু হয়। বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ। তিনি এক জন

সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন, এবং লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার মতি ছিল। তিনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালায় ভূমির বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই আকবর সাহের সময়ে এতদ্দেশে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। সের সা সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দুধারে বৃক্ষ বসান এবং প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন।

সের সার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইস্‌লাম সা মহম্মদ খাঁ সুরকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইস্‌লাম মানব-লীলা সম্বরণ করিলে, তাহার তনয়কে হত্যা করিয়া তদীয় শ্যালক আদিল সা দিল্লীশ্বর হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং জোয়ানপুর অধিকার করিলেন। পর বৎসর আদিল সাহের প্রেরিত হিন্দু সেনাপতি হিমু কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর পুত্র বাহাদুর সা মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিল সাকে সংহার করিয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন (১৫৫৬)। পরে কিছু কাল মধ্যে অনেক রাজপরিবর্ত্তন ও অরাজকতা ঘটিল; অবশেষে পাঠান জাতীয় কররাণী বংশীয় সুলেমান বাঙ্গালার অধিপতি হইলেন (১৫৬৩)। সুলেমান ইস্‌লাম সা কর্ত্তৃক বেহারের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন; এবং স্বীয় ভ্রাতা তাজ খাঁকে পাঠাইয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৫৬৪ সালে তাজ খাঁর মৃত্যু হয়, এবং সুলেমান আসিয়া গৌড়ের অপরপারবর্ত্তী তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

তৎকালে হুমায়ুন সাহের পুত্র মোগলকুলরত্ন আকবর

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। সুলেমান তাঁহার নিকটে উপহার প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি আপনার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জানাইলেন; ইহাতে সম্রাটের সহিত তাঁহার সদ্ভাব রহিল।

সুলেমানের রাজত্ব সময়ের প্রধান ঘটনা উড়িষ্যা বিজয়। মহারাজ অশোকের সময়ে উড়িষ্যা মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তথায় বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূপালগণ রাজত্ব করেন। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া শিবভক্ত রাজা যযাতি কেশরী সিংহাসনে আরোহন করেন, এবং ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদীয় উত্তরাধিকারিদিগের হস্তে রাজত্ব থাকে। কেশরী বংশের রাজত্বকালে উৎকলে শৈবধর্ম্মই প্রবল হয়। এই সময়েই ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির সকল নির্ম্মিত। এই সকল মন্দির দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে উড়িষ্যায় শিল্পবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ১১৩১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যারম্ভ; ইহাঁরা গঙ্গারাড়ী অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে যাইয়া উড়িষ্যা জয় করেন। গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেবের সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয়; এবং প্রতাপ রুদ্র দেবের রাজত্বকালে (১৫০৪—১৫৩২) চৈতন্য দেব উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গাধিপতি সুলেমান কররাণীর প্রেরিত বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উৎকলের শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন এবং অনেক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে বঙ্গীয় মুসলমান রাজবংশীয়া কোন রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রবল শত্রু হইয়া উঠেন।

[দায়ুদ সা]—১৫৭২ সালে সুলেমানের মৃত্যু হয়, এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ রাজা হন। পর বৎসর বয়াজিদকে বিনষ্ট করিয়া পাঠান সর্দ্দারেরা তাঁহার ভ্রাতা দায়ুদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দায়ুদ রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে তাঁহার ১,৪০,০০০ পদাতিক,৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান, এবং ৩,৬০০ হস্তী আছে; দেখিয়া রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা জন্মিল,বাঙ্গালা ও বেহারে সর্ব্বত্র স্বনামে খতবা পড়িতে হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাজিপুর সন্নিহিত একটী মোগলদুর্গ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। আকবর দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুনেম খাঁ এবং রাজা তোডলমলকে পাঠাইলেন। পাটনা অধিকৃত হইল; এবং বাঙ্গালায় মোগল সৈন্য প্রবেশ করিল। দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। পরে মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈন্যের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫)। প্রথমে পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কেবল রাজা তোড়লমলের গুণে শেষে মোগলদিগের দিন ফিরে। দায়ুদ সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন; কিন্তু মোগল সেনাপতিরা কটক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি তাঁহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সম্রাটের প্রভুত্বাধীন কটকরাজ্য পাইলেন।

মুনেম খাঁ তাণ্ডা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়ে পুনরায় রাজধানী করিলেন। তখন বর্ষাকাল। সহসা মারীভয় উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুনেম খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কত সৈনিক ও কর্ম্মচারী প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে যে বৎসর বাঙ্গালা মোগল সাম্রাজ্য-

ভুক্ত হইল সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে পরিণত হইল।

মুনেম খাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দায়ুদ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন; আকবর হোসেন কুলি খাঁ নামক একজন বিখ্যাত সেনাপতিকে মুনেমের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে এবং রাজা তোডলমলকে পাঠানদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আগমহল অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটে ঘোরতর যুদ্ধ হইল এবং মোগলদিগের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল(১৫৭৫)। অনন্তর দায়ুদের ছিন্ন মস্তক সম্রাটের সমীপে প্রেরিত হয়।

[দেশের অবস্থা]—১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল, এক প্রকার বলা যাইতে পারে। যদিও এই সময়ের মধ্যে রাজা গণেশ এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সর্ব্বসমেত ৪০বৎসর রাজত্ব করেন, যদিও হাবসিরা প্রায় সাত বৎসর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, তথাপি এতদ্দেশীয় অপর ভূপতিগণ পাঠান ছিলেন। সের, বাঙ্গালা ও বেহারের অধিপতি হইয়া দিল্লীশ্বর হন। সুতরাং সের ও তৎপুত্র ইস্লামের দিল্লীতে রাজত্বকালে, বাঙ্গালা ও বেহার স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল, একথা নিতান্ত অন্যায় নহে। সুলেমান কররাণী যদিও আকবর সাহের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন,তথাপি তিনি স্বাধীনভাবে বিদেশ বিজয় প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য শাসনের উপর মোগল সম্রাট্ কখন হস্তার্পণ করেন নাই। দায়ুদ প্রকাশ্যরূপে স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন।

পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৩৭২ বৎসর পরে, তাঁহাদিগের রাজত্বশেষ সময়ে এদেশের কতদূর

তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে, বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে, সুন্দরবন সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল; পূর্ব্বে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হাস্ত ছিল, এবং উত্তরে কুচ বেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।

পাঠানদিগের রাজত্বকালে সাধারণ লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল ভাল করিয়া জানা যায় না। কিন্তু সমৃদ্ধিশালী লোক অনেক ছিল এবং তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত, এমন বোধ হয়। লিখিত আছে যে হোসেন সার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল; এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত। দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের

কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত "আইন আকবরিতে" লিখিত আছে যে বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা সম্রাটের সাহায্যার্থে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক ১,১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা যোগাইয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বেহার হইতে ১১,৪১৫ অশ্বারোহী, ৪,৪৯,৩৫০ পদাতিক এবং ১০০ নৌকা পাওয়া যাইত।

এদেশীয় পাঠান নৃপতিগণ উত্তর বাঙ্গালা, বীরভূম প্রভৃতি রাজ্যের প্রান্তভাগে মুসলমান সেনাপতিদিগকে জায়গির স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জায়গিরদার বলিত। তাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতেন; এবং যুদ্ধকালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন। রাজ-সরকারে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

স্বতন্ত্র পাঠান রাজত্বকালে এতদ্দেশে অনেক সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। দেবীবর ঘটক রাঢীয় ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে তাহীর-পুরের রাজা কংশ নারায়ণের সময়ে কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়না-চার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীনগণকে আটটি শাখায় বা পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পুরন্দর বসু দক্ষিণ রাঢীয় কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন, এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থগণের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করেন।

স্বাধীন পাঠান ভূপতিদিগের সময়ে বাঙ্গালায় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তৎকালে হিন্দুগণ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া চিন্তা

করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই সময়েই বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আবির্ভাব; * এই সময়েই রূপসনাতন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; এই সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বঙ্গের আচার ব্যবহার বিধান করেন; এই সময়েই চৈতন্য জাতিভেদ-বিলোপী ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন; এবং এই সময়েই রঘুনাথ শিরোমণি † অলৌকিক বিচার শক্তির পরিচয় দিয়া ন্যায়শাস্ত্রে ভারতবর্ষ মধ্যে নবদ্বীপের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

---

* খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ। চণ্ডীদাসের বাসস্থান বীরভূমের অন্তর্গত "নান্নুর" নামক গ্রামে ছিল, তাঁহার রচিত কবিতা সকলের ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। তাঁহার জন্মস্থান মিথিলা এবং তিনি তথাকার রাজা শিবসিংহ ও রাজ্ঞী লখিমা দেবীর আশ্রিত ছিলেন। "পদাবলী" ব্যতীত তাঁহার লিখিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যথা, দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী, পুরুষ-পরীক্ষা ইত্যাদি।

† ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যের জন্ম, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিই মুক্তিলাভের উপায়। তিনি পশ্চিমে বৃন্দাবন ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন, এবং জীবনের শেষ ভাগ জগন্নাথক্ষেত্রে যাপন করেন। তাঁহার প্রভাবে এ দেশে মদ্য মাংস দ্বারা তান্ত্রিক উপাসনার প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়া যায়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শিরোমণি ও চৈতন্য, একই সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। বাসুদেব মিথিলা হইতে ন্যায়শিক্ষা করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব

চতুর্থ অধ্যায়।

আগমহলের যুদ্ধের পরে তোডলমল সম্রাট সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হোসেন কুলি খাঁ পাঠানদিগকে পুনর্বায় পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় মোগল অধিকার বিস্তার করিলেন। ১৫৭৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল; এবং তৎপদে মুজাফর খাঁ নিযুক্ত হইলেন।

[জায়গিরদারদিগের বিদ্রোহ]—কোন কোন মোগল কর্ম্মচারী পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের জায়গির আত্মসাৎ করিয়াছিল, এবং তাহাতে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল, মুজাফর খাঁ এইরূপ ক্ষমতাশালী জায়গিরদারদিগের নিকটে আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিলে, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করিল। এই বিপদের সময়ে সম্রাট আকবর রাজা তোডলমলকে বাঙ্গালা বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তোডলমল হিন্দু জমিদারদিগের সহিত যোগ করিয়া বিদ্রোহীদিগের রসদ বন্ধ করতঃ তাহাদিগকে বেহার হইতে তাড়াইলেন, কিন্তু মুসলমান সেনানী-

---

প্রভৃতির যেরূপ পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে তাহাই প্রচলিত। রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামণি দীধিতি" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করেন। রূপ ও সনাতন চৈতন্যের শিষ্য। তাঁহারা পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে চাকরী করিতেন ও ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন ছিলেন।

দিগের সহিত তাঁহার মিল না হওয়ায়, সম্রাট্ তৎপদে সুবিখ্যাত সেনাপতি আজিজকে নিযুক্ত করিলেন। আজিজ জায়গিরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া একে একে তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন, এবং অবশেষে নির্ব্বিবাদে রাজধানী তাণ্ডা নগরী অধিকার করিলেন (১৫৮২)। এইরূপে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শান্তি হইল।

[ওয়াশিল তুমার জমা]—রাজা তোডরমল বেহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের একটি হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবের নাম "ওয়াশিল তুমার জমা"; ইহাতে বঙ্গভূমি ১৮টি সরকারে ও ৬৮২ মহালে বিভক্ত, এবং এ দেশের রাজস্ব ১০৬৮৫,৯৪৪ টাকা নির্দ্ধারিত হয় (১৫৮২)। বেহার প্রদেশ সাতটী সরকার ও ২০০ পরগণায় বিভক্ত হয়; এবং ইহার রাজস্ব ৫৫,৪৭,৯৮৪ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। উড়িষ্যা ৫টী সরকার ও ৯৯ পরগণায় বিভক্ত হয়, এবং উহার রাজস্ব ৪২,৬৮,৩৩০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

জায়গিরদারদিগের বিদ্রোহের সময়ে কতলু খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে পাঠানেরা সমুদায় উড়িষ্যা ও দামোদর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাংশ পুনর্বার অধিকার করে। আজিজ তাহাদিগকে পরাজিত করেন; কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে হইল, এবং তৎপদে যে দুইজন শাসনকর্ত্তা ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা পাঠানদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর সম্রাট্ আম্বেরের রাজা বিখ্যাত মানসিংহের হস্তে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনভার অর্পণ করিলেন (১৫৮৭)।

[মানসিংহ]—প্রথমে রাজা মানসিংহ কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই; এবং তৎপুত্র জগৎসিংহ পাঠানদিগের হস্তে পতিত হন। অল্পদিন পরেই কতলু খাঁর মৃত্যু হয়; এবং পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। বর্ষাকাল আগত দেখিয়া রাজা তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সন্ধিদ্বারা পাঠানেরা সম্রাটের নাম মুদ্রায় ও রাজকার্য্যে ব্যবহার করিবে স্বীকার করিয়া উড়িষ্যার শাসন-ভার প্রাপ্ত হইল, কেবল জগন্নাথক্ষেত্রে রাজা মানসিংহের অধিকার হইল। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথক্ষেত্র লুঠ করে, এবং রাজা মানসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সুবর্ণরেখাতীরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন এবং উড়িষ্যা প্রদেশ পুনর্ব্বার মোগলরাজ্যভুক্ত করেন। অনন্তর তিনি রাজমহল নাম দিয়া আগমহলে রাজধানী করেন, এবং উক্ত নগরে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন, কথিত আছে যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তিনি সুন্দরবন প্রদেশে মোগল অধিকার বিস্তার করেন। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কুচবেহারের রাজার ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণাপথে মোগল সৈন্যের সঙ্গে যাইতে হইবে বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি জগৎসিংহকে প্রতিনিধি রাখিয়া গমন করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই জগৎসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং পাঠানেরা ওসমান খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন এবং বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদের মধ্যবর্ত্তী সেরপুর নামক স্থানে পাঠানদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর

সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবর সাহেব মৃত্যু হয়; এবং তৎপুত্র সলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাট্ হন। জাহাঙ্গীর প্রথমে স্বীয় শ্যালক রাজা মানসিংহকেই বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান, এবং কয়েক মাস পরেই তৎপদে কুতব নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কুমার সলিম মেহেরুন্নেসা নাম্নী যুবতীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সের আফগান নামক এক ব্যক্তির সহিত সে রমণীর উদ্বাহের কথা হইয়াছিল বলিয়া সম্রাট্ আকবর সলিমের বাসনা চরিতার্থ করিতে দেন নাই; এবং সেরকে রাজকর্ম্ম দিয়া সস্ত্রীক বর্দ্ধমান প্রেরণ করেন। সলিম সম্রাট্ হইয়া কিছুকাল পরে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন; এবং মানসিংহ দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কুতবকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। কুতব সেরকে হস্তগত করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন; কিন্তু সেরও বহুসংখ্যক লোকের অস্ত্রাঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন। মেহেরুন্নেসা সম্রাট্ সমীপে প্রেরিত হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে জাহাঙ্গীরের সহধর্ম্মিণী হইয়া নুরজাহান নামে বিখ্যাত হইলেন।

[ইস্‌লাম খাঁ]—কুতবের পরে জাহাঙ্গির-কুলি খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি রাজস্ব আদায় করিতে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অনন্তর সেখ ইস্‌লাম খাঁ বাঙ্গালার ও আফজুল খাঁ বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন। ইস্‌লাম খাঁ পর্ত্তুগিজদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ ঢাকানগরী রাজধানী করেন।

[পর্ত্তুগিজগণ]—পর্ত্তুগিজেরা ১৫৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আগমন করে; এবং যে সময়ের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, সে সময়ে তাহাদিগের বিলক্ষণ পরাক্রম হইয়াছিল। তাহারা মেঘনার মোহনাস্থিত সন্দ্বীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর অধিকার করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গঞ্জালে নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদিগের রাজা করিয়াছিল। গঞ্জালে আরাকাণরাজের সহিত মিলিত হইয়া ১৬১০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করে, কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুসরণ করেন।

[পাঠানদিগের শেষ বিদ্রোহ]—এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করে। ইস্‌লাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন, এবং তদীয় ভ্রাতা ও আত্মীয় কুটুম্বগণ সম্রাটের বশীভূত হন (১৬১২)।

পাঠানদিগের বিদ্রোহ সময়ে কুতব নামক একজন রোহিলা আফগান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করে। শাসনকর্ত্তা আফজুল খাঁ তখন গাজীপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছদ্মবেশী পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল, কিন্তু পরাজিত হইয়া পাটনা নগরীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল; শাসনকর্ত্তা নগরী অবরোধ করিলেন। পরিশেষে নিকটস্থ একটী গৃহের ছাদ হইতে ক্ষিপ্ত ইষ্টকের আঘাতে কুতবের মৃত্যু হয়।

[পর্ত্তুগিজদিগের দুর্দ্দশা] ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩) তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গঞ্জালে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আরাকাণরাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হস্তগত করিয়া আরাকাণের উপকূল প্রদেশ লুণ্ঠন করে, এবং গোয়ানগরীস্থ পর্ত্তুগিজদিগকে আরাকাণ জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্ত্তুগিজদিগকে পরাজিত করেন, এবং সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। এই পর্য্যন্ত গঞ্জালের নাম বিলুপ্ত হইল। অতঃপর আরাকাণের মগেরা বারম্বার বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং নুরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬১৮)।

ইব্রাহিমের সময়ে বাঙ্গালায় বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হয়। আগ্রায় সভাসদ্ মণ্ডলীতে ঢাকার সুচিক্কণ কাপড় এবং মালদহের পট্টবস্ত্রের অত্যন্ত আদর হইয়াছিল, এবং পাটনায় ইংরেজেরা একটী কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন (১৬২০)। এ দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। সহসা (১৬২৩) সাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাঙ্গালা ও বেহারে প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া সাহজাহান সম্রাট প্রেরিত সৈন্যের নিকটে পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল; কিন্তু এ প্রদেশে অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল।

[পর্ত্তুগিজদিগের প্রভাব বিলয়]—সাহজাহানের পরে অল্পদিন মধ্যে (১৬২৪—২৮) যে তিন জন ক্রমে ক্রমে শাসনকর্ত্তা হন, তাঁহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। এই সময়ে মির্জা রুস্তম নামক একব্যক্তি বেহারের সুবাদার হন। ১৬২৮ অব্দে সাহজাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খাঁ যুবৈনিকে বাঙ্গালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্ত্তুগিজদিগের সুরক্ষিত কুঠী ছিল, এবং এ দেশে তাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। সাহজাহান যখন বাঙ্গালায় ছিলেন তিনি দেখিয়াছিলেন যে পর্ত্তুগিজেরা এতদ্দেশবাসীদিগকে জোর করিয়া খৃষ্টান করে; এ নিমিত্ত কাশিম খাঁর প্রতি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবাদার স্বীয় পুত্র ইনায়তুল্লাকে প্রেরণ করিয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২)। এই অবধি এদেশে পর্ত্তুগিজদিগের প্রভাব কমিল। হুগলি, রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল।

[ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদি।]—কাশিমখাঁর পরে যিনি সুবাদার হন, তাঁহাকে দেশ রক্ষা কার্য্যে অশক্ত দেখিয়া সম্রাট্ তৎপদে ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদিকে নিযুক্ত করেন (১৬৩৭)। অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় আরাকাণরাজের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আসামবাসীরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮), এবং ইস্‌লাম খাঁ আসামে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। তিনি কুচবেহারে জয়লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উজিরী পদ প্রাপ্ত

হইয়া তিনি শীঘ্রই আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালায় সুবাদার হইলেন।

১৬৩৮ অব্দে ভোজপুরের রাজা বিদ্রোহী হন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সাহজাহান পাতসাহ স্বীয় প্রিয় সেনাপতি আবদুল্লা খাঁকে বেহারের শাসন কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা যাইয়া ভোজপুরের দুর্গ অধিকার করেন, ও রাজার ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকটে পাঠান।

[সুলতান সুজা]—সুজা শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করেন; এবং এই সময়ে নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বেহারের শাসন কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন। সুজার আমলে বাঙ্গালায় ইংরেজ বাণিজ্য বদ্ধমূল হয়।

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি]—মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একদল ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬০০)। ১৬১১ অব্দে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী পিপ্‌লী পর্য্যন্ত আইসে। যখন ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার ও আফজুল খাঁ বেহারের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা একবৎসরের জন্য পাটনায় কুঠী করেন (১৬২০)। অনন্তর (১৬৩৪) তাঁহারা সম্রাটের নিকটে পিপ্‌লীতে কুঠী করিবার আদেশ পান। একদা সাহজাহান পাতসাহের একটী কন্যার কাপড়ে আগুন লাগিয়া তাহার দেহ দগ্ধ হয়; বৌটন নামক একজন ইংরেজের চিকিৎসায় তাহার আরোগ্যলাভ ঘটে, এবং সম্রাট পুরস্কার দিতে চাহিলে বৌটন প্রার্থনা করেন যে ইংরেজেরা যেন বাঙ্গালায় নিষ্করে বাণিজ্য করিতে পারেন (১৬৩৪)। বাদসাহ

এই মর্ম্মের আদেশপত্র দিলে, বৌটন তৎসহ এদেশে আসেন, এবং সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী বিশেষের পীড়া শান্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা পান (১৬৩৯)। এই সময় হইতে ইংরেজেরা সুজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, হুগলি ও বালেশ্বরে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন, এবং বিনা করে বাণিজ্যদ্রব্যজাত আমদানী রপ্তানী করিতে লাগিলেন।

[রাজস্বের দ্বিতীয় হিসাব]—সুজার রাজ্যশাসন কালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। ১৬৫৭ সালে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন, ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হয়, এবং রাজস্ব ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। আকবর সাহের পরে এদেশে মোগলদিগের অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজস্ব বৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা ১২টী সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হয়, এবং উহার রাজস্ব ৫৯,৬১,৪৯৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৮৫ সালে বেহারের বন্দোবস্ত হয়। এতদ্দ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হয়, এবং উহার রাজস্ব ৮৫,১৫,৬৮৩ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

[সুজার শেষ দশা]—সম্রাট সাহজাহানের চারি পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। বাদসাহের পীড়া হইলে সুজা সাম্রাজ্যলোভে যাত্রা করেন, কিন্তু বারাণসীর নিকটে দারার তনয় সুলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন (১৬৫৮)।

অনন্তর আওরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত করিয়া এবং সাহজাহান ও মুরাদকে বন্দী করিয়া মোগল সিংহাসনে আরোহণ

করেন। পরে প্রয়াগের (এলাহাবাদের) নিকটে সুজা, আওরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত হন (১৬৫৯) এবং প্রথমে রাজমহলে ও তদনন্তর তাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আও-রঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া রাজ-মহল অধিকার করিয়া তথায় বর্ষাকাল যাপন করেন; পরে সুজাকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া আরাকাণরাজ্যে শরণ লইতে বাধ্য করেন। নৃশংস আরাকাণপতি সুজাকে বন্দী করিয়া জলমগ্ন করেন, সুজার স্ত্রী ও দুইটী কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মুক্তিলাভ করেন; তৃতীয় কন্যাটীকে আরাকাণপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করেন (১৬৬১)।

[মীরজুম্লা]—অনন্তর সেনাপতি মীরজুম্লা সুবাদার হইয়া ঢাকা রাজধানী করিলেন। ১৬৬১ অব্দে তিনি কুচ-বেহার জয় করেন। এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৈন্যগণের এরূপ পীড়া হইতে লাগিল, যে তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঢাকায় পৌঁছিয়া অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬৬৪)।

[সায়েস্তা খাঁ]—মীরজুম্লার পরে নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন এবং সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বেহারের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন। সায়েস্তা খাঁ তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার সময়ে ফরাসিরা চন্দননগরে, ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় ও দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে, কুঠী স্থাপন করেন। আরাকাণরাজ সুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়া কোনরূপ

শান্তি না পাওয়ায় সাহসী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিলেন; সায়েস্তা খাঁ আরাকাণ আক্রমণ করিয়া রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভুক্ত করিলেন।

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি]—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে বাদসাহ আওরঙ্গজেবের নিকটে এই মর্ম্মের একখান সনন্দ প্রাপ্ত হন যে বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্ক দিয়া তাঁহারা সুবা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন। চারি বৎসর পরে তাঁহারা হেজেস্ সাহেবকে এ প্রদেশের কুঠীগুলির শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তখন হুগলি, পাটনা, ঢাকা এবং কাশিম-বাজারে তাঁহাদিগের কুঠী ছিল। শাসনকর্ত্তা হুগলি নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ অব্দে বেহারে একটী বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীরা পাটনাস্থ ইংরেজ কুঠীর কোনরূপ অপকার করে নাই দেখিয়া সুবাদার সন্দেহ করেন যে ইংরেজেরা বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল; এজন্য তিনি সে বৎসর তাহাদিগের বাণিজ্য বন্ধ করেন। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা ভাগীরথীর মোহনায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন; তাহাতে সায়েস্তা খাঁ আরও অসন্তুষ্ট হন, এবং সনন্দনির্দ্দিষ্ট বার্ষিক ৩০০০ টাকা অপেক্ষা অনেক অধিক মাশুল চাহেন। এজন্য ইংরেজেরা ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌সের আদেশ লইয়া সুবাদার সায়েস্তা খাঁ ও সম্রাট আও-রঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। কয়েক জন মুসলমান সিপাহী এবং ইংরেজ সৈনিকের বিবাদ লইয়া ইংরেজেরা হুগলি নগরের উপর গোলাবর্ষণ করেন। সুবাদার এই সংবাদ শুনিয়া পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিমবাজারের

ইংরেজদিগের কুঠীগুলি হস্তগত করিলেন এবং হুগলির বিরুদ্ধে প্রবল সেনাদল প্রেরণ করিলেন। তখন চার্ণক সাহেব ইংরেজ-দিগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি হুগলীতে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া সুতানটী নামক স্থানে ইংরেজদিগকে লইয়া প্রস্থান করিলেন (১৬৮৬)। সুতানটী কলিকাতা সহরের একটী ভাগ ; সুতরাং এই ঘটনাকে কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। পর বৎসর ইংরেজেরা হিজলীতে গমন করিলেন ; অনন্তর (১৬৮৮) কাপ্তেন হিথ সাহেব বিলাত হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া মান্দ্রাজে লইয়া গেলেন, এবং বালেশ্বর লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে সায়েস্তা খাঁ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার শাসনকালে এদেশে টাকায় ৮ মণ চাউল হইয়াছিল।

[ইব্রাহিম খাঁ]—১৬৮৯ সালে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন ; পরবৎসর সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি দেন। ইহার কারণ এই, যে ইংরেজেরা মোগলদিগের কয়েক খান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমানদিগের জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দেন নাই। ইব্রাহিম খাঁ আহ্বান করিলে, চার্ণক প্রথমে অনেক সুবিধা না হইলে ফিরিতে চাহেন নাই, পরিশেষে বিবেচনা করিয়া স্বদলবলে প্রত্যাগমন করেন (১৬৯০), অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে বাণিজ্যার্থে ইংরেজদিগের বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক শুল্ক দিতে হইবে না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদসাহ দুইবার ইংরেজদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন ; কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর অনু-গ্রহে তাঁহাদিগের কোন বিপদ ঘটে নাই।

[শোভাসিংহ]—১৬৯৬ খৃঃ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া রাজাকে নিহত করে ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশ লুণ্ঠন করে। হুগলি তাহাদিগের হস্তগত হয়, চুচুড়ার ওলন্দাজেরা, চন্দননগরের ফরাসিরা এবং কলিকাতার ইংরেজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের অনুমতি পান। এই সুযোগে ইংরেজেরা 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ নিস্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

[আজিমওসান]—ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম খাঁ হুগলি পুনরধিকার করেন। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে গিয়া তাঁহার অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। সুবাদারের পুত্র জবরদস্ত খাঁ রাজমহলের নিকট যুদ্ধে রহিম খাঁকে পরাজয় করেন (১৬৯৭)। এমন সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওসান বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। পর বৎসর বর্দ্ধমানের নিকটে সংগ্রামে রহিম খাঁর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে, এবং তদীয় অনুচরগণের মধ্যে কিয়দংশ নিহত এবং কিয়দংশ মোগলদলভুক্ত হয়। আজিমওসানের নিকটে ইংরেজেরা সুতানটী গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা এই কয়েকটী মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬৯৮)। এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর একটী ইংরেজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নূতন এই দুই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া কোম্পানিদ্বয় মিলিত হইল (১৭০৬), এবং উভয়ের যোগে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক সমাগত হইল।

[মুরশিদকুলি খাঁ]—আজিমওসানের শাসনকালে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭০১)। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান; হাজি সুফিয়া নামক এক জন পারস্যদেশীয় বণিক তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। তিনি কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমে ক্রমে হায়দরাবাদের দেওয়ান হইয়াছিলেন; অনন্তর সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। আকবর সাহের সময় হইতে বাঙ্গালায় দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয়-ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশরক্ষা এবং শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাঁহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্য্যের জন্য পত্র দ্বারা যখন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা দিতে বাধ্য ছিলেন; কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। বড় বড় কার্য্যে উভয়ে একমত হইয়া চলিবেন, বাদসাহের আদেশ ছিল। নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা স্বরূপ এক এক জন ফৌজদার ছিলেন।

মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইলে তদীয় পরামর্শানুসারে সম্রাট্ বাঙ্গালার জায়গীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তত্তুল্য জায়গীর উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবন্দোবস্তী প্রদেশে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে অন্যান্য উপায়ে এ দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুরশিদ বাদসাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ব্যয় বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়াতে এবং যুদ্ধবল জায়গীরদারদিগকে অসন্তুষ্ট করাতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আজিমওসান একবার তাঁহাকে

মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর মুরশিদকুলি খাঁ রাজধানী ঢাকায় থাকা সুবিধা নহে বুঝিয়া মুক্সদাবাদে স্বীয় বাসস্থান করিলেন, আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ সম্রাটের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আজিমওসানকে ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহার যাইবার আদেশ দিলেন। পর বৎসর মুরশিদ দক্ষিণাপথে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বাদসাহ এমন সন্তুষ্ট হইলেন, যে তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহাকে এতদ্ব্যতিরিক্ত সরকারী নাজিম পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৭০৬ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র ফেরকসেরকে প্রতিনিধি রাখিয়া আজিমওসান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন, এবং তাঁহার অর্থ ও সৈন্যবলে পর বৎসর তাঁহার পিতা বাহাদুর সাহ মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন; ফেরকসের যদিও মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদে থাকিতেন, তিনি মুরশিদকুলি খাঁর কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিতেন না। সুতরাং ১৭০৬ খৃঃ অব্দ হইতে মুরশিদ এতদ্দেশের দেওয়ান ও নাজিম উভয় পদের সমুদায় কার্য্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ বেহারের শাসনকর্ত্তা হন।

১৭১২ সালে বাহাদুর সাহের মৃত্যু হয়, আজিমওসান বাদসাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন; এবং ফেরকসের বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া সম্রাট্ হন। যখন যিনি

বাদসাহ, তখন তাঁহার কাছে মুরশিদ কর পাঠাইতেন ; এই রূপে ১৫ বৎসর ৯ মাসে ১৬½ কোটি টাকা প্রেরণ করেন। ফেরকৃসের বাদসাহ হইয়া মুরশিদকুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী পদ প্রদান করেন (১৭১৩)। ১৭১৮ অব্দে মুরশিদ বেহার প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন।

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি]—মুরশিদ দেওযান ও নাজিম হইয়া অন্য লোকের কাছে যেরূপ বাণিজ্যের মাশুল পাইতেন ইংরেজদিগের নিকটেও তদ্রূপ মাশুল চাহিলেন। ইংরেজেরা সম্রাট্-সমীপে দূত পাঠাইলেন ; সম্রাট্ ফেরকৃসের তখন পীড়িত ছিলেন; দূতদলের ডাক্তার হামিল্টন সাহেবের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলে, সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ দ্বারা স্বিরীকৃত হইল যে (১) ইংরেজ কোম্পানি বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন ; (২) তাঁহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন ; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে, (৪) যাহারা ইংরেজদিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরেজেরা এই সনন্দ লইয়া আসিলে সুবাদার ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং কলিকাতার সমীপস্থ জমীদারদিগকে ইংরেজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু অপর তিনটী সর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি কোন বাধা দেন নাই। সনন্দ দ্বারা ইংরেজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

[রাজস্বের তৃতীয় হিসাব]—মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার

রাজস্বের একটী নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন (১৭২২); তদ্দারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হয়, এবং বঙ্গভূমি ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। সুবাদার জমিদারদিগের নিকটে টাকা আদায় করিতেন; জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট লইত; রাজস্ব সংগ্রহ জন্য মুরশিদ জমিদারদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ এমন প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, আসাম, কুচবেহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইতেন। কিন্তু তিনি কেবল ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৪০০০ পদাতিক রাখিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে তিনি বৎসর বৎসর সম্রাটের নিকটে ১ কোটী টাকারও অধিক প্রেরণ করিতেন। তিনি সপ্তাহে দুই দিন বিচারাসনে বসিতেন; এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানী হইতে দিতেন না। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন ও বিদ্বান লোকের মান রাখিতেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; তদীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে তিনি উত্তরাধিকারী বলিয়া যান।

[সুজাউদ্দিন]—সরফরাজ খাঁর পিতা সুজাউদ্দিন মুরশিদকুলি খাঁর অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সম্রাট্ মহম্মদ শাহের নিকট হইতে গুপ্তভাবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসন ভার প্রাপ্তির যোগাড় করিয়াছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনি তৎপদ অধিকার করিলেন, এবং সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান করিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। এই সময়ে পাতসাহ নসরৎসার খাঁকে

বেহারের শাসনভার দেন ও অনন্তর তৎপদে ফকিরউদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন।

[মন্ত্রিসভা]—রাজস্ব না দিবার দোষে যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া ও তাহার জন্য দিল্লী হইতে রায় রাঁইয়া উপাধি আনাইয়া, সুজা প্রথমেই হিন্দুদিগের ভক্তিভাজন হন। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দ্দি খাঁ নামক দুইজন আত্মীয়, এই চারিজন লইয়া সুজা একটী মন্ত্রিসভা করেন; এবং এই সভার পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কবিতেন।

সুজা বাঙ্গালাব সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২৫০০০ করেন; তাঁহার অন্যরূপ জাঁকজমকও ছিল, এবং তিনি মুরশিদকুলি খাঁর ন্যায় নিয়মিত রূপে দিল্লীতে রাজস্বও পাঠাইতেন। এই রূপে তাহার ব্যয় বাড়িয়া যায়। এ নিমিত্ত তিনি নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবওয়াব নামক কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। আবওয়াব তাঁহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে; আলিবর্দ্দি ও মীরকাশিমের শাসনকালে উহার এত বৃদ্ধি হয়, যে যখন কোম্পানির হস্তে দেওয়ানী যায় (১৭৬৫) তখন বাঙ্গালার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও অধিক।

১৭২৯ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা ফকিরউদ্দৌলা পদচ্যুত হন, এবং সুজা তথাকার সুবাদার হন। অনন্তর সুজা আলিবর্দ্দি খাঁকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দ্দি বৈতিয়া ও ভোজপুরের জমিদারদিগকে পরাজিত করিয়া বেহারে শান্তি স্থাপন করেন। ১৭৩২ অব্দে ঢাকার দেওয়ান মীর হবিব ত্রিপুরা জয় করেন। অনন্তর সরফরাজ খাঁ ঢাকার শাসন-

কর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত হন। তিনি মুরশিদাবাদেই থাকেন; কিন্তু দেওয়ান যশোবন্ত রায় সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হন এবং তাঁহার আমলে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রয় হয় (১৭৩৫); ইহার দুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের ফৌজদার হাজি আহম্মদের মধ্যম পুত্র সৈয়দ আহম্মদ দিনাজপুর ও কুচবেহার আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি হস্তগত করেন।

[সরফরাজ খাঁ]—১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দিন মানবলীলা সম্বরণ করেন; মৃত্যু কালে তিনি সরফরাজকে, হাজি আহম্মদ, জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ এই কয়েক জনের পরামর্শ লইয়া চলিতে বলেন। কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠকে অপমানিত করিলেন, এবং তাঁহারা দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দি খাঁর, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদে নিয়োগপত্র জোগাড় করিলেন। অনন্তর আলিবর্দ্দি সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মুরশিদাবাদ সন্নিহিত গড়িয়া নামক স্থানে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭৪০), আলিবর্দ্দি শাসনকর্ত্তা হইলেন।

আলিবর্দ্দি সুবাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন; এবং রাজ্যশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার তিন কন্যার সহিত তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দি জামাতৃত্রয় মধ্যে জ্যেষ্ঠ নিবাইস মহম্মদকে ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান করিয়া, জৈনউদ্দিনের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন; আর সরফরাজ খাঁর ভগ্নীপতি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরশিদকুলিকে পরাজিত করিয়া মধ্যম

জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে সে প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বপদে নিয়োজিত করেন। কিন্তু আহম্মদের অসদাচরণে উৎকলে শীঘ্রই বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদকুলির দল প্রবল হইয়া আহম্মদকে কারারুদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দি উড়িষ্যায় গমন করেন এবং বিপক্ষবর্গকে পরাভূত করিয়া জামাতার উদ্ধার সাধন করেন।

[বর্গির হাঙ্গামা]—উড়িষ্যাবিজয় করিয়া আলিবর্দ্দি আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে মারহাট্টারা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। মারহাট্টারা হিন্দু এবং তাহাদিগের বাসস্থান পশ্চিম এবং মধ্য ভারতবর্ষে। তাহারা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল, ১৭২০ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সাহ তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে তাহাদিগকে দক্ষিণাপথের চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের একচতুর্থাংশ দিতে চাহিলেন। তাহারা এই চৌথের দাবী সর্ব্বত্রই করিত। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে তাহারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করে ও লুঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করে। ইংরেজেরা তাহাদিগের ভয়ে কলিকাতা রক্ষার্থে মারহাট্টা খাত কাটিতে আরম্ভ করেন। পর বৎসর আলিবর্দ্দি তাহাদিগকে কাটোয়ার নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৭৪২)। অনন্তর তাহারা বারম্বার এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া সুবাদারকে ব্যতিব্যস্ত করে; পরিশেষে আলিবর্দ্দি তাহাদিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ বৎসর বৎসর বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন (১৭৫১)।

মারহাট্টাদিগের আক্রমণকে বাঙ্গালার লোকে "বর্গির হাঙ্গামা" বলে।

"বর্গির হাঙ্গামার" সময়ে এদেশে তিনবার বিদ্রোহ হয়। প্রথমতঃ সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্তা জৈনউদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। অনন্তর সামসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক জৈনউদ্দিন ও তদীয় পিতা হাজি আহম্মদকে বিনষ্ট করে, কিন্তু আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধে পাটনা সন্নিহিত বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত ও হত হয় (১৭৪৯)। তৃতীয় বিদ্রোহের মূল সিরাজউদ্দোলা। মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা জানকীরাম কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন (১৭৫০)। এরূপ আচরণেও তাঁহার প্রতি আলিবর্দ্দির বিরাগ জন্মে নাই; বরং তিনি কিসে সন্তুষ্ট থাকেন তৎপ্রতিই সুবাদারের দৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণে সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের বৃদ্ধি হইয়াছিল; এমন কি তিনি নিবাইস মহম্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁকে বিনা অপরাধে বধ করেন।

১৭৫০ সালে আলিবর্দ্দি বেহারের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন। এতদ্দ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে বিভক্ত হয়; এবং ইহার রাজস্ব ৯৫,৫৬,০৯৮ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দি মানবলীলা সম্বরণ করেন; ইহার পূর্ব্বেই সিরাজউদ্দৌলার পিতৃব্যদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং সকতজঙ্গ নামক একটী পুত্র রাখিয়া যান।

আলিবর্দ্দি ইংরেজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য বাণিজ্য লইয়া তাহাদিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ করিতেন না, তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, "স্থলের অগ্নি নির্ব্বাণ করাই কঠিন, জলে আগুন লাগিলে কে নিবাইবে?" ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা তাঁহার সময়ে সুখে ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষে "টুপিওয়ালা" দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে।

[সিরাজউদ্দৌলা]—সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুশ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, এবং পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকতজঙ্গকে সুবাদার করিবার উদ্দেশে একটা ষড়যন্ত্র হইল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সসৈন্যে পূর্ণিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে তাঁহার ক্রোধ ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল।

[অন্ধকূপ হত্যা]—সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, এ নিমিত্ত রাজার পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে সঞ্চিত ধনরাশি লইয়া কলিকাতায় ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া নবাব আদেশ করেন, যে অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিবে এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। পূর্ণিয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া সুবাদার শুনিলেন যে ইংরেজেরা আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত। অমনি রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুরশিদাবাদ সন্নিহিত কাশিম-বাজারস্থ কোম্পানির কুঠী হস্তগত করিলেন; অনন্তর কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজ দুর্গ অধিকার করিলেন।

সমুদায় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা লইয়া শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেব ও প্রধান কর্ম্মচারীগণ জলপথে প্রস্থান করিয়াছিলেন; কেবল ১৪৬ জন বন্দী হইল। অন্ধকূপ নামক ইংরেজদিগের একটী ক্ষুদ্র কারাগৃহ ছিল, তাহাতে বন্দিগণকে রাত্রিকালে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। নিশ্বাস প্রশ্বাসে তথাকার বায়ু দূষিত হইয়া ১২৩ জনের মৃত্যু হইল; এবং প্রাতঃকালে যে ২৩ জনকে জীবিত দেখা গেল, তাহাদিগকে চিনা ভার। নবাব যত কেন দোষী হউন না, এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে চাপান যায় না; কারণ সঙ্কীর্ণ স্থানে অনেক লোক রাখিলে যে বিপত্তি ঘটে, ইহা তাঁহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

[সকতজঙ্গ]—কলিকাতা অধিকার করিয়া নবাব ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ৩½ লক্ষ টাকা আদায় করিলেন। অনন্তর সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গ প্রায় সিরাজউদ্দৌলার সমবয়সী, এবং তদপেক্ষাও নির্ব্বোধ ও অহঙ্কারী ছিলেন। তিনি যদিও যুদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নিজে না যাইয়া রাজা মোহনলালকে সংগ্রামে পাঠাইলেন। পূর্ণিয়ার নিকটস্থ নবাবগঞ্জে যুদ্ধ হইল, সকতজঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন, (১৭৫৬), নবাব মহা সমারোহে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

[কর্ণেল ক্লাইব]—কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের সমাচার মান্দ্রাজে পৌঁছিলে, তত্রত্য ইংরেজদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং অল্পদিন মধ্যেই কর্ণেল ক্লাইব ও

আডমিরাল ওয়াটসন্ সাহেব ৯০০ ইংরেজ সৈন্য এবং ১৫০০ সিপাহি লইয়া জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা ভাগীরথীর মোহানায় প্রবেশ করিলেন; অনন্তর আক্রমণ করিয়া, যথাক্রমে বজবজীয়া, কলিকাতা এবং হুগলী হস্তগত করিলেন; নবাব কলিকাতা পর্য্যন্ত সসৈন্যে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা আক্রান্ত হইয়া এরূপ ভীত হইলেন যে, ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল যে, ইংরেজেরা এদেশে পূর্ব্বের মত বিনা করে বাণিজ্য করিতে এবং কলিকাতায় দুর্গ ও টাকশালা রাখিতে পারিবেন; আর তাঁহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সুবাদার তাহার পূরণ করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

কিছু দিন পরে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। অমনি ক্লাইব ও ওয়াটসন্ নবাবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও চন্দননগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন (মে মাস, ১৭৫৬)।

ইতিমধ্যে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র হইল। সেনাপতি মীরজাফর, কোশাধ্যক্ষ রাজা রায়দুর্লভ, এবং ধনীশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ, ইহাতে প্রধানতঃ লিপ্ত ছিলেন। ক্লাইব সাহেবের অভিমতানুসারে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট ওয়াটস্ সাহেবও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। অনন্তর স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরেজেরা সাহায্য দিয়া মীরজাফরকে নবাব করিবেন এবং মীরজাফর ইংরেজদিগকে পুরস্কার স্বরূপ অনেক টাকা দিবেন। উমাচাঁদ নামক

এক জন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সাহায্যে ইংরেজেরা মীরজাফরের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করেন। নবাব কলিকাতা লুঠ করিলে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; তিনি বলিলেন যে মীরজাফরের সহিত যে সন্ধিপত্র হইবে, তাহাতে ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁহার অংশ নির্দ্দিষ্ট না হইলে, তিনি নবাবের নিকটে সমুদায় প্রকাশ করিয়া দিবেন। সুচতুর ক্লাইব অমনি দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন, একখানি প্রকৃত, অপরখানি মিথ্যা। কেবল শেষোক্ত পত্রে উমাচাঁদের ত্রিশলক্ষ টাকার উল্লেখ থাকিল, এবং তাহা দেখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। এই মিথ্যা সন্ধিপত্রে ওয়াটসন্ সাহেব স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন না দেখিয়া, ক্লাইব তাঁহার নাম জাল করিলেন। এই ব্যাপারটী ক্লাইবের চরিত্রে কলঙ্ক স্বরূপ রহিয়াছে।

[পলাশীর যুদ্ধ]—অতঃপর ইংরেজদিগের প্রতি নবাবের অত্যাচার বর্ণন করিয়া, ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলাকে এক পত্র লিখেন; এবং প্রায় এক হাজার গোরা এবং ২১০০ সিপাহী লইয়া মুরশিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাব ৩৫,০০০ পদাতিক এবং ১৫ হাজার অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইলেন। পলাশী নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদিগের জয় হইল (২৩ জুন, ১৭৫৭)। যুদ্ধান্তে ক্লাইব মীরজাফরকে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক হত হইলেন। ইংরেজেরা পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক অর্থ পাইলেন। উমাচাঁদ অনেক আশা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকৃত সন্ধিপত্র দেখিয়া একবারে হত-বুদ্ধি হইলেন।

[দেশের অবস্থা]—পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজেরাই বাস্তবিক এ দেশের অধিপতি হইলেন। অনন্তর যে কেহ নবাব হইয়াছেন, সে কেবল তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহে। সুতরাং মোগলাধীন সুবাদারদিগের শাসনকালসম্বন্ধে এস্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

[জমিদার]—দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পরেও পাঠানদিগকে বশীভূত করিতে ৩৬ বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ে পূর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশে পর্ত্তুগিজেরা বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, এবং জমিদারদিগের মধ্যেও অনেকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। আকবর সাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে "বার ভূঁইয়া" নামক পরাক্রমশালী জমিদারদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভুয়ালের ফজল গাজি, খিজিরপুরের ইশা খাঁ, সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, পরগণাচাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজি এই নয় জনের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। * জমিদারদিগের দেওয়ানী ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। তাঁহা-দিগের সৈন্য ছিল, গড় ছিল, বিচারালয় ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকটে খাজানা আদায় করিতেন, এবং সুবা-দার পরাক্রান্ত হইলে তাঁহার সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ

* কেহ কেহ বলেন পুটিয়ার রাজা, তাহীরপুরের রাজা ও দিনাজপুরের রাজা "বার ভূঁইয়া" দলের অপর তিন জন।

করিতেন। অনেক সময়ে বল প্রয়োগ না করিলে তাঁহা-দিগের কাছে রাজস্বসংগ্রহ হইত না। কখন কখন তাঁহারা এরূপ বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিতেন, যে সুবাদার তাঁহাদিগকে রণে পরাভূত ও পদ হইতে বিচ্যুত কবিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদিগেব বিষয়ের উত্তবাধিকার সম্বন্ধে কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা কোন প্রকাব বাধা দিতেন না। মুবশিদ-কুলি খাঁ তাঁহাদিগকে রাজস্বেব জন্য অনেক যন্ত্রনা দিয়াছিলেন; কিন্তু সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দ্দি সদ্ব্যবহাব দ্বাবা তাঁহাদিগেব নিকট অধিকতর কব পাইয়াছিলেন।

[সুবাদাব]—সরফবাজ খাঁ ও সিবাজউদ্দৌলা ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালাব সমুদায় সুবাদাব দিল্লীব বাদসাহদিগের নিযুক্ত; সবফবাজ খাঁও মুবশিদাবাদেব সিংহাসন অধিকার করিয়া, দিল্লীব অনুমতি প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, কিন্তু বাদশাহেব মনো-নীত আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক নিহত হন। নাদিব সাহেব আক্রমণে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা এতদূব কমিয়াছিল এবং বর্গিব হাঙ্গামায় ও কর্ম্মচাবীদিগেব বিদ্রোহে আলিবর্দ্দি খাঁব এত অধিক অর্থ-ব্যয় হইযাছিল, যে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন ব্যতীত তিনি দিল্লীতে নিয়মিত বাজস্ব প্রেবণ করেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা বৎসবেক মাত্র রাজত্ব কবিযাছিলেন এবং এ প্রকার নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, যে মোগল সম্রাটেব সহিত তাঁহাব কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই।

[ইউবোপীযগণ]—খৃষ্টীয় ষোডশ শতাব্দীব শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাবম্ভে এতদ্দেশে পর্ত্তুগিজদিগের প্রাদু-র্ভাব ছিল। ১৬৩২ খৃঃ অব্দ হইতেই তাঁহাদিগের প্রতাপ হ্রাস হয়। তদনন্তর(১৬৩৪)নিম্বরে বাণিজ্য কবিবাব অনুমতি পাইয়া

ইংরেজদিগের প্রতাপ বাড়িতে থাকে ; এবং ক্রমে তাঁহাদিগের অর্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন।

[হিন্দুদিগের রাজকর্ম্মপ্রাপ্তি]—মোগলদিগের শাসন কালে দুই জন হিন্দু বাঙ্গালার সুবাদার হইয়াছিলেন, রাজা তোড়লমল ও রাজা মানসিংহ। অন্যান্য বড় কর্ম্মেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান ছিলেন ; আলমচাঁদ বাঙ্গালার সহকারী দেওয়ান এবং মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন ; জগৎ শেঠ মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন। যখন সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা রাজা রায় দুর্ল্লভ কোষাধ্যক্ষ, রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা, এবং রাজা রাম রাম সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা।

[গ্রন্থকার]—স্বাধীন পাঠানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে যে প্রকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মোগলাধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সে প্রকার কাহারও আবির্ভাব লক্ষিত হয় না, যদিও কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত, রামপ্রসাদের পদাবলী এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, শেষোক্ত সময়ে লিখিত, তথাপি এ সকল গ্রন্থকারদিগকে শিরোমণি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যের তুল্য বলা যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণাদি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া পদ্যরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।*

* এস্থলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের উল্লেখ করা গেল না ; কারণ কৃত্তিবাস পাঠানদিগের কি মোগলাধীন সুবাদারদিগের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,

[মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার]—পূর্ব্ববাঙ্গালায় মুসলমান ধর্ম্ম সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে লিখিত একখানি বিদেশীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আদমসুমারিতে দেখা যাইতেছে যে, সুবা বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মুসলমান। মুসলমান-ধর্ম্ম কিরূপে এদেশে এত বহুদূরব্যাপি হইয়াছে জানা যায় না। মুসলমান জমিদার ও জায়গিরদারদিগের প্রভাবে যে তাহাদিগের ধর্ম্মের অনেক দূর বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গৌড়, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী সন্নিহিত

স্থির করা যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস কথকতা শুনিয়া রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেন, তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়। সুতরাং কথকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কৃত্তিবাস ব্রাহ্মণ এবং প্রসিদ্ধ ফুলিয়া গ্রামনিবাসী। তাঁহার রচনাপ্রণালী দেখিয়া তাঁহাকে কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। কাশীরাম দাস "দেব" উপাধিধারী কায়স্থ এবং কাটোয়ার সন্নিহিত সিঙ্গি গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী আবড়া গ্রাম নিবাসী রাজা বাঁকুড়াদেবের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন এবং তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। প্রায় তিনশত বৎসর হইল চণ্ডীকাব্য রচিত হইয়াছে। কবি রামপ্রসাদ সেন বৈদ্যজাতীয়, হালিসহরের মধ্যবর্ত্তী কুমারহট্ট নামক স্থান তাঁহার জন্মভূমি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং "কবি রঞ্জন" উপাধি দেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরশূট পরগণার অন্তর্গত পেড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল। তিনি মুখুটী কুলসম্ভূত। তিনি এক সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে তিনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া অন্নদামঙ্গল রচনা করেন (১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খৃঃ অঃ)।

প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক মুসলমান, ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে বাহুবল অপেক্ষা অন্য কারণে মুসলমান ধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছে। যে সকল জেলায় মুসলমান অধিক, সেখানে মুসলমানেরা প্রায় চাষী, এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহুপরিমাণে অনার্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্মা হইতে তাহারা উৎসাহসহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

[রাইয়তদিগের অবস্থা]—মুসলমান শাসনকালে এদেশের সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ক্রমে মুসলমান এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল, ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অনুমান হয়, যে তাহাদিগের অনাহার কষ্ট ছিল না। নবাব সায়েস্তা খাঁ এবং নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে টাকায় আট দশ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে টাকায় ৪ মণ চাউল ছিল, এবং সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তৎকালে খাদ্য দ্রব্য মাত্রই এখন অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সস্তা ছিল। অধিকন্তু একাল অপেক্ষা সেকালে দরিদ্রদিগকে অন্ন দিতে, সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রবৃত্তি ছিল। "আইন আকবরী" পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের সঙ্গতিও মন্দ

ছিল না; উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, "বাঙ্গালার রাইয়তেরা অবাধ্য বা কর দিতে পরাঙ্মুখ নহে। বৎসরের আটমাস দেয় অর্থ তাহারা কিস্তী বকিস্তী দিয়া থাকে। তাহারা আপনারাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রৌপ্য এবং স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসে। শস্য প্রদান রীতি নাই। শস্য সর্ব্বদাই সস্তা।" বেহারেও শস্যবিভাগের রীতি ছিল না। রাইয়তেরা খাজানাস্বরূপ মুদ্রাই দিত, এবং প্রথম কিস্তীর খাজানা দিবার সময়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিয়া আসিত।

[বাণিজ্য]—দিল্লীর অধীন সুবাদারদিগের সময়ে এদেশে বাণিজ্যেরও কিছু উন্নতি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার স্বচক্ষে বাঙ্গালার অবস্থা দুইবার প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসম্বন্ধে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে যে পত্র লিখেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালা হইতে বহুল পরিমাণে চাউল ও চিনি বিদেশে যাইত, এবং বাঙ্গালা কার্পাস ও পট্টবস্ত্র সম্বন্ধে কেবল ভারতবর্ষ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের নহে, ইউরোপখণ্ডেরও সাধারণ ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল, এত দ্ব্যতীত সোরা, লাক্ষা, আফিং, মোম, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতিরও অনেক রপ্তানি হইত। সম্রাট্ বা সুবাদার নিজে ব্যবসায় করিতেন না। সুলতান আজিমওসান একবার কয়েকটী দ্রব্য একচেটিয়া করিতে গিয়া বাদসাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন।

[রাস্তা]—যদিও অনেক নদ নদী থাকার এদেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথে চলে, তথাপি বাণিজ্যকার্য্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বড় বড় রাজবর্ত্ম ছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের একখানি মানচিত্রে*

* Van den Broucke's Map.

এই কয়েককটী প্রধান রাস্তা লক্ষিত হয়। (১) যে স্থলে ভাগী-রথী ও পদ্মা পৃথক্ হইয়াছে, পাটনা, মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া সেই স্থল পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটী মুকসদাবাদ, পলাশী, অগ্রদ্বীপ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী পদ্মার দক্ষিণ ধার দিয়া ফাতাবাদ [ফরিদপুর] পর্য্যন্ত যাইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। (২) আর একটী রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমের মধ্যদিয়া কাশিমবাজার হইয়া পদ্মার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং নদী পার হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ার অনতি-দূরবর্ত্তী হাজারাহাটি দিয়া করতোয়াকুলস্থ ঘোড়াঘাট হইয়া, ব্রহ্মপুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। (৩) অপর একটী রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে হুগলী, যশোহর, ভূষণা ও ফাতাবাদ দিয়া পদ্মা-পার হইয়া ধলেশ্বরী ও লখিয়ার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গিয়াছে। (৪) আর একটী রাস্তা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া ধলেশ্বরী পার হইয়া পীরপুর দিয়া পবিনা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহাজাদপুরের অভিমুখে গিয়াছে।

[জ্ঞানচর্চ্চা]—যদিও বিদ্যালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের বিশেষ যত্ন ছিল না, তাৎকালিক জমিদার দিগের এবিষয়ে অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অর্থ চিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র নামে কত নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল, চৌপাঠীর ব্যয় যোগাই-তেন। তাঁহারা গুণীলোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদিয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন।

[সন]—এস্থলে আর একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে বাঙ্গালা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে যে কয়েকটী অব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি মোগলশাসন সময়ে। আকবর সাহ সৌর বৎসরের পক্ষপাতী ছিলেন; এজন্য যে বৎসর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বৎসর হইতে হিজিরার চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌরমানানুসারে গণনা করিতে হইবে, সমুদায় মোগল সাম্রাজ্যে তিনি এই আদেশ প্রচার করেন। সাহজাহান বাদসাহ সরকারী কাগজ পত্রে সৌরগণনা রহিত করেন, কিন্তু আকবর সাহের অব্দ স্থানে স্থানে এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল, যে উহার উচ্ছেদ হইল না, উহাই বাঙ্গালা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে এ দেশে চলিতেছে। আকবর সাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হন। তৎকালে ৯৫৩ হিজিরা চলিতেছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৩০ সৌর বৎসর গত হইয়াছে। ৯৬৩ হিজিরায় ৩৩০ যোগ কর, বঙ্গাব্দ ১২৯৩ হইবে। বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের গণনারম্ভ হয; পরবর্ত্তী ভাদ্রমাসে ফসলী ও বিলায়তী সনের আরম্ভ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইংরেজ শাসনকাল।

[ক্লাইব]—পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইব কলিকাতার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে তিন বৎসর ছিলেন। নবাব হইয়াই অল্পদিন মধ্যে মীরজাফর অন্যায় আচরণ দ্বারা কোষাধ্যক্ষ রাজা রায় দুর্ল্লভ, পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ, এবং মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজা রামরাম সিংহের সঙ্গে বিলক্ষণ গোলযোগ বাধাইয়া তুলেন, কিন্তু ক্লাইব মাঝে পড়িয়া সমুদায় মিটাইয়া দেন। এই সময়ে সম্রাট্ দ্বিতীয় সাহ আলম পাটনা আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য শাসন কর্ত্তা রাম নারায়ণকে পরাস্ত করেন; কিন্তু ক্লাইবের প্রেরিত কর্ণেল কালিয়ড সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, বাদসাহ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহাতে মীরজাফর সন্তুষ্ট হইয়া ক্লাইবকে কোম্পানির জমিদারি জায়গির স্বরূপ প্রদান করেন। কিছুদিন পরে ক্লাইব জানিতে পারিলেন যে, কুচক্রী মীরজাফর ওলন্দাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন; অমনি চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। অনন্তর (১৭৬০) তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া রাজার নিকটে সম্মান ও 'লর্ড" উপাধি পাইলেন।

[বান্সিটার্ট]—ক্লাইবের পরে বান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালার কোম্পানির কুঠীর গবর্ণর বা অধ্যক্ষ হন। মীরজাফর ইংরেজদিগকে যত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ

পাটনার যুদ্ধের সময়ে তদীয় পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হওয়ায়, শোকে তিনি একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা মীরকাশিম, বান্সিটার্ট সাহেব এবং কলিকাতা কৌন্সিলের সহিত গোলমাল চুকাইতে যান। মীরকাশিমের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে নবাব করিতে ইংরেজদিগের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছানুরূপ কার্য্যও শীঘ্র অনুষ্ঠিত হইল। মীরজাফর অপসৃত হইলেন এবং কাশিম নবাবীপদে অধিরূঢ় হইলেন। স্বীয় মনস্কাম পূর্ণ হওয়াতে, কাশিম কোম্পানিকে "বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর" এই তিনটী জেলার অধিকার প্রদান করিলেন, এবং সাহায্যকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে কয়েক লক্ষ টাকা উপহার দিলেন (১৭৬০)।

[মীরকাশিম]—কর বাড়াইয়া এবং ব্যয় কমাইয়া কাশিম অল্পদিনেই ইংরেজদিগের দাবির টাকা পরিশোধ করিলেন। অনন্তর মুঙ্গেরে রাজধানী করিয়া গর্গিন খাঁ নামক একজন আর্ম্মানীর সাহায্যে একদল সুশিক্ষিত সেনা প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কর্ণেল কার্ণাকের সহিত পাটনায় উপস্থিত হইলে, মীরকাশিম সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার অনুমতি পাইলেন।

[কাশিমের সহিত বিবাদ]—কিয়ৎকাল পরে অন্তর্বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া নবাবের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদারম্ভ হইল। বাদসাহী সনন্দবলে কোম্পানি এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এই সময়ে আপন আপন নৌকায় কোম্পানির নিশান তুলিয়া মাশুল

হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকটে ছাড় কিনিয়া অনেক দেশীয় বণিকও কোম্পানির নিশান তুলিয়া, করের দায়ে নিষ্কৃতি পাইতেছিল। এইরূপে রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হওয়ায়, মীরকাশিম ও বান্সিটার্ট উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব পণ্য দ্রব্যের উপর শতকরা ৯ টাকা করিয়া শুল্ক দিবেন। কিন্তু কলিকাতার কৌন্সিলের সদস্যগণ কেবল লবণের ব্যবসায়ে শতকরা ২॥০ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। ইহাতে নবাব ক্রোধ করিয়া অন্তর্বাণিজ্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। এতদ্দ্বারা সাধারণের উপকার হইল বটে; কিন্তু ইংরেজেরা অসন্তুষ্ট হইলেন। পাটনায় ইংরেজদিগের কয়েকখান নৌকা নবাবের কর্ম্মচারীগণ খানাতল্লাসী করাতে তত্রত্য কোম্পানির কুঠীর অধ্যক্ষ ইলিস সাহেব অস্ত্রধারী হইয়া পাটনা অধিকার করিলেন। কিন্তু জয়োন্মত্ত গোরা সৈন্য মদ খাইয়া জ্ঞানশূন্য হইলে সুবাদারের সেনাপতি উক্ত নগরী আক্রমণ করিয়া, ইলিস্ সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজদিগকে বন্দী করিল। মীরকাশিম এই সংবাদ শুনিয়া আপনার রাজ্য মধ্যে সমুদায় ইংরেজদিগকে কয়েদ করিতে হুকুম দিলেন।

এদিকে ইংরেজেরা মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী পদে অধিষ্ঠিত করিয়া সমরসজ্জা করিলেন। কয়েকটী যুদ্ধ হইল, কিন্তু মীরকাশিম সর্ব্বত্রই পরাজিত হইলেন। গড়িয়া নামক স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ বিলক্ষণ সাহস ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ৪ ঘণ্টা সংগ্রাম করিয়াও ইংরেজদিগের পরাক্রমে পরাভূত হইল (১৭৬৩)। অনন্তর কাশিম, রাজা রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি কতকগুলি

এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক এবং ইলিস্ সাহেব ও অন্যান্য বন্দীকৃত ইংরেজদিগকে বধ করিয়া পাটনা হইতে পলাইলেন। কাশিমের চরিত্রের এই একটী দুরপনেয় কলঙ্ক।

[বক্সারের যুদ্ধ]—ইংরেজেরা অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করিলেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় লইলেন। পর বৎসর উভয়ের মিলিত সৈন্যের সহিত বক্সারের যুদ্ধেও ইংরেজেরা জয় লাভ করিলেন (১৭৬৪)। এতদ্দ্বারা ইংরেজদিগের বীরত্বযশঃ আর্য্যাবর্ত্ত পরিব্যাপ্ত হইল। বাদসাহ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উপায় দেখিতে লাগিলেন।

[রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত]—মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা এতদ্দেশে ক্লাইবকে পুনঃ প্রেরণ করেন। ১৭৬৫ অব্দে মে মাসে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যু হয়; এবং তৎপুত্র নাজিম উদ্দৌলা ইংরেজদিগের কর্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্লাইব মুরশিদাবাদে গিয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই বন্দোবস্ত করিলেন, যে সৈন্যসংক্রান্ত ও রাজ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় ভার ইংরেজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে থাকিবে, করসংগ্রহ, বিচার, দণ্ডবিধান প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য যেমন নবাবের নামে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল তেমনই চলিবে, এবং সাংসারিক ও বিচারালয়াদি সংক্রান্ত ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা পাইবেন।

[দেওয়ানী প্রাপ্তি]—অনন্তর পশ্চিমে গিয়া ক্লাইব

ইংরেজ শিবিরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাদসাহ সাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন। কড়া এবং এলাহাবাদ এই দুইটী প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া, সুজা অযোধ্যার নবাবীপদে পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। পরে সুজার পরিত্যক্ত প্রদেশদ্বয় বাদসাহকে প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া, ক্লাইব তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানির নামে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট তারিখে দেওয়ানী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহাই এতদ্দেশের ইংরেজ রাজত্বের প্রধান দলিল।

দেওয়ানী-প্রাপ্তির পরে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা কোম্পানির হইল। কিন্তু দেওয়ানী লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবাবের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করা হইয়াছিল, ক্লাইব দেখিলেন যে, সে সকলের অন্যথা করায় কোন ফল নাই, সুতরাং তদনুসারেই কার্য্য চলিতে লাগিল। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং রাজা সিতাব রায় বেহারের নায়েব দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।

[গৃহ সংস্কার]—ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন অল্প ছিল, সুতরাং অর্থাগমচেষ্টায় তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের নিকটে উপহার গ্রহণ করিতেন এবং বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ক্লাইব ১৭৬৫ সালে কলিকাতায় আসিয়াই তাঁহাদিগের নিকটে এই মর্ম্মের একখানি নিয়মপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া লইয়াছিলেন,

যে তাঁহারা এতদ্দেশবাসীদিগের নিকটে উপঢৌকন লইবেন না। দেওয়ানী প্রাপ্তির পরে তিনি তাঁহাদিগকে বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহার লাভের কিয়দংশ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদা অনুসারে বিভাগ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই নিয়ম দুই বৎসর ছিল। ইহার পর তাঁহারা রাজস্বের উপর শতকরা কিছু কিছু করিয়া কমিশন কিয়ৎকাল পান। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বেতন প্রদানের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

এই সকল গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়া ক্লাইব ইংরেজ সৈনিকদিগের "ডবল ভাতা" উঠাইয়া দেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত টাকা পাইতেন। মীরজাফরের সময়ে এ প্রাপ্য দ্বিগুণিত হয়, এবং কি শান্তি, কি সংগ্রাম, সকল কালেই উহা তাঁহারা পাইতে থাকেন। উহা উঠাইয়া দিলে, তাঁহারা বিদ্রোহ ভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু ক্লাইবের সাহস ও বিবেচনায় শীঘ্রই সমুদায় গোলযোগ মিটিয়া যায়।

১৭৬৭ অব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু সেখানে সুখে দিন শেষ করিতে পারেন নাই। যাহাদিগের জন্য একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপিত করিতে গিয়া তিনি পাপ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, সেই স্বদেশীয় জনগণের অকৃতজ্ঞতায় তিনি পাতকসন্তপ্ত জীবনভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করেন।

[ছিয়াত্তরের মন্বন্তর]—ক্লাইব স্বদেশে যাত্রা করিলে বেরেলষ্ট সাহেব ১৭৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এবং তদনন্তর কার্টিয়ার, সাহেব ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন। তাঁহাদিগের

সময়ে যদিও রাজকার্য্য নবাবের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল, তথাপি ইংরেজেরা সকল বিষয়েই হাত দিতেন। এই রূপে শাসন সম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ ক্লাইব চলিয়া যাওয়াতে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অর্থলালসার বেগ রুদ্ধ করে এমন লোক ছিল না, ইহাতে বিলক্ষণ অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছিল। দেবতা তৎকালে প্রতিকূল হইয়াছিলেন; খৃষ্টীয় ১৭৬৯—৭০ অব্দে এ দেশে একটী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটে। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে। ইহাতে এদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[ওয়ারেণ হেষ্টিংস]—১৭৭২ অব্দে প্রকাশ্যরূপে এতদ্দেশের শাসনভার আপনাদিগের হস্তে লইবার উদ্দেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংস কলিকাতায় আসিয়াই জেলায় জেলায় রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত "কালেক্টর" নামধারী ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন; এবং কলিকাতা কৌন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারদিগের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় নিকাসীদায়ে কারারুদ্ধ হইলেন; এবং যদিও তাঁহারা বিচারে অব্যাহতি পাইলেন, তথাপি অপমানজনিত মনোদুঃখে অল্পদিন মধ্যে রাজা সিতাব রায়ের মৃত্যু হইল। অনন্তর রাজকোষ ও অন্যান্য সরকারী কার্য্যালয় মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হইল। বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রতি জেলায় এক একটী "দেওয়ানী" এবং "ফৌজদারী" বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কালেক্টরেরাই

দেওয়ানী বিচারালয়ের বিচারপতি হইলেন, ফৌজদারী বিচারালয়ের বিচারভার মুসলমান কাজী ও মুফ্তির হস্তে রহিল। আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতায় দুইটি প্রধানতম বিচারালয় সংস্থাপিত হইল; একটী "সদর দেওয়ানী আদালত," অপরটী "সদর নিজামত আদালত"। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত জেলায় জেলায় এক এক জন "ফৌজদার" নিযুক্ত হইল। "সদর নিজামত আদালত" ১৭৭৫ অব্দে আবার মুরশিদাবাদে উঠিয়া যায়, এবং "নায়েব নাজিম" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক মহম্মদ রেজা খাঁ উহার প্রধান বিচারপতি হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে (১৭৯০) উহা পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়।

[প্রথম নিয়মপত্র]—উত্তরোত্তর কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি দেখিয়া ১৭৭৩ অব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাদের বিষয়-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং এদেশের শাসনসম্বন্ধে প্রথম নিয়মপত্র প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালার গবর্ণর "গবর্ণর জেনেরল" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের কর্ত্তৃত্ব কোম্পানির সমস্ত ভারতবর্ষীয় অধিকারে পরিব্যাপ্ত হইল। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইংরেজদিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত কলিকাতায় ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুযায়ী "সুপ্রিমকোর্ট" নামক একটী নূতন বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।

[নন্দকুমারের ফাঁসী]—১৭৭৪ অব্দের অক্টোবর মাসে হেষ্টিংস "গবর্ণর জেনেরল" উপাধি পান, এবং বিলাত হইতে নিযুক্ত চারিজন কৌন্সিলের সদস্য সহিত একত্রে কার্য্যারম্ভ করেন। প্রথম হইতেই তিন জনের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে; এবং সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহারা প্রায় দুই

বৎসর কাল গবর্ণর জেনেরলকে পদে পদে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে হেষ্টিংসের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ কৌন্সিলে উপস্থিত হয়। অভিযোক্তাদিগের মধ্যে প্রধান রাজা নন্দকুমার। হেষ্টিংস প্রথমে নন্দকুমারকে চক্রান্তকারী বলিয়া নালিশ করেন, তাহাতে কিছুই হয় নাই। অনন্তর হেষ্টিংসের অনুগত এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি জালকরা দোষ দিয়া নন্দকুমারের নামে অভিযোগ করে। সুপ্রিমকোর্টে বিচার হয়। তথায় হেষ্টিংসের পরমবন্ধু ইম্পে কর্ত্তা ছিলেন, সুতরাং হেষ্টিংসের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। নন্দকুমারের অপরাধ স্থিরীকৃত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, এবং তদনুসারে তাঁহার ফাঁসী হইল (১৭৭৫)। নন্দকুমার দোষী হইলেও তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া একটী অন্যায় কার্য্য। এদেশে জাল করা অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধি কস্মিন্‌কালে ছিল না, ইংরেজেরাও তদ্রূপ কোন আইন এদেশে প্রচলিত করেন নাই, এবং নন্দকুমার যে সময়ে জাল করিয়াছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সে সময়ে এদেশে সুপ্রিমকোর্টও সংস্থাপিত হয় নাই।

[বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র]—হেষ্টিংসের শাসনকালে ডাইরেক্টর-দিগের ইচ্ছানুসারে এই আদেশ প্রচারিত হয়, যে বিবাহ, উত্তরাধিকার, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান ব্যবস্থানুসারে বিচার হইবে। এই নিমিত্ত হ্যালহেড্ সাহেব হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন (১৭৭৮)। যে সকল অক্ষরের সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, চার্লস উইলকিন্স সাহেব

সে সকল ক্ষোদিত করেন। এই বাঙ্গালা ছাপার অক্ষরের সৃষ্টি।

১৭৭২ সালে ৫ বৎসরের জন্য যেরূপ বর্দ্ধিত হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে অনেক জমিদারে খাজানা দিয়া উঠিতে পারে নাই, এজন্য গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ১৭৭৭ সালে বৎসরের অবস্থা বুঝিয়া বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম হয়।

গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থলে ইংরেজদিগের যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তার ঘটে; কিন্তু "বাঙ্গালার ইতিহাসে" সে সকলের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। "সুপ্রিমকোর্টের" জজেরা এদেশের সর্ব্বত্র আপনাদিগের ক্ষমতা চালাইতে যান, তাহাতে হেষ্টিংসের সহিত বিবাদ বাধে। পার্লিয়ামেণ্টের বিচারে গবর্ণর জেনেরল জয়ী হন।

[বোর্ড অব কণ্ট্রোল]—১৭৮০ অব্দের ২৯ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার প্রথম "সংবাদপত্র" মুদ্রিত হয়। ১৭৮৪ অব্দে এতদ্দেশীয় রাজ্যশাসন সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন বন্দোবস্ত হয়। ইংলণ্ডীয় প্রিবি কৌন্সিলের ছয় জন সদস্য লইয়া "বোর্ড অব কণ্ট্রোল" নামক সভা হইল। গবর্ণর জেনেরল নিয়োগ এবং অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ডাইরেক্টরেরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের অধীন হইলেন।

[এসিয়াটিক সোসাইটী]—হেষ্টিংস কলিকাতার মাদ্রাসা সংস্থাপন করেন; এবং তাঁহার শাসনকালে স্যর উইলিয়ম জোন্স সুপ্রিমকোর্টের জজ হইয়া আসিয়া (১৭৮৩) "এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল" নামক সুপ্রসিদ্ধ সভা প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৮৪)।

১৭৮৫ অব্দের প্রারম্ভে হেষ্টিংস স্বদেশযাত্রা করেন; ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার অত্যাচারের বিচার বহুকাল ধরিয়া হয়। পরিশেষে তিনি নিষ্কৃতি পান, কিন্তু তাঁহার এত অর্থব্যয় হইয়াছিল, যে তিনি একপ্রকার নির্ধন হইয়া পড়েন।

হেষ্টিংসের স্বদেশযাত্রার পরে কৌন্সিলের মেম্বর ম্যাক্‌ফারসন সাহেব প্রায় কুড়ি মাস এদেশে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করিয়াছিলেন, অনন্তর ১৭৮৬ অব্দের শেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এতদ্দেশের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন।

[লর্ড কর্ণওয়ালিস্]—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বিখ্যাত টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া দক্ষিণাপথে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি করেন, কিন্তু বাঙ্গালা ও বেহারের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ও ব্যবস্থাপ্রণয়নই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। বৎসর বৎসর ইংরেজেরা ১৭৭৭ অব্দ হইতে এদেশে যেরূপ রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তাহাতে রাজস্ববৃদ্ধির ভয়ে জমিদারেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতি চেষ্টা করিতেন না। এই নিমিত্ত ডাইরেক্টরদিগের অনুমত্যনুসারে ১৭৮৯ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব "নির্দ্দিষ্ট" করিয়া জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য এই নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন, যে ইংলণ্ডীয়কর্তৃপক্ষদিগের অনুমোদিত হইলে উহাই "চিরস্থায়ী" হইবে। ১৭৯৩ অব্দে বিলাতের অনুমোদন-পত্র পৌছিল, এবং "দশসালা" বন্দোবস্ত কায়েম হইয়া গেল। এতদ্দ্বারা অবধারিত হইল যে জমিদারেরা "নির্দ্দিষ্ট" রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন; কিন্তু বৎসরের

মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাঁহাদিগের জমিদারী নীলাম হইবে। রাইয়তদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম হইল যে, যেখানে যে আবওয়াব বা মাথট প্রচলিত ছিল, তাহা আসলের সহিত একত্রিত করিয়া মোট জমা নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুসারে রাইয়তেরা পাট্টা পাইবে; এবং ভবিষ্যতে জমিদারেরা কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না।

১৭৯৩ অব্দে ইংরেজীতে লিখিত অনেকগুলি ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হয়। ফরষ্টর সাহেব তাহাদিগের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। এই সমুদায় ব্যবস্থাই উত্তরকাল সঙ্কলিত বিধি সকলের মূল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ "কালেক্টর দিগের" হস্তে কেবল রাজস্ব সংগ্রহের ভার রাখেন, কাজি, মুফ্তি প্রভৃতির বিচার ক্ষমতা উঠাইয়া লন এবং প্রতি জেলায় "জজ" নামক এক এক জন নূতন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়প্রকার মোকদ্দমার বিচারভার দেন। ফৌজদারী কার্য্যকালে মুসলমান ব্যবস্থানুসারে বিচার হইবে এবং একজন মুসলমান কর্ম্মচারী জজদিগের সহকারী থাকিবেন, এইরূপ নিয়ম হয়। জেলার জজদিগের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, ঢাকা, এবং পাটনা এই চারি প্রধান নগরে চারিটী "প্রবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। "প্রবিন্সিয়াল কোর্টের" উপরে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। সদর নিজামত মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হয় (১৭৯০)। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য প্রতি জেলায় জজদিগের

অধীনে এক এক জন রেজিষ্ট্রার এবং কয়েকজন করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত হইল। শান্তিরক্ষার জন্য কয়েক ক্রোশ অন্তর এক একটী থানা স্থাপিত হইল এবং প্রত্যেক থানায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হইলেন।

ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইল। দেশীয় লোকের ভাগ্যে বড় কর্ম্মের মধ্যে দারোগাগিরি ও মুন্সেফিমাত্র থাকিল। দারোগাদিগের বেতন মাসিক ২৫ টাকা; মুন্সেফদিগের প্রাপ্তি মোকদ্দমার দাবি অনুসারে কিছু কিছু কমিশন। দেশীয় লোকে পূর্ব্বে ফৌজদার হইলে বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার, এবং নায়েব দেওয়ান হইলে বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা পাইতেন; এক্ষণে তাঁহাদিগের সে দিন গেল। যাহা কিছু আদালতের গ্রাহ্য, জমিদারেরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম হওয়াতে, জমিদারদিগের ক্ষমতার মূলচ্ছেদ হইল, এবং নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নীলাম হইবে, এইরূপ বিধি হওয়াতে বড় বড় জমিদারদিগের উৎসন্ন যাইবার পথ প্রস্তুত হইল।

[স্যর জন সোর]—১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং স্যর জন্ সোর গবর্ণর জেনেরল হইয়া পাঁচ বৎসর এতদ্দেশ শাসন করেন। সোরের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। কর্ণওয়ালিস্ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, সোর সাহেবের নিকটে তদ্বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

[লর্ড ওয়েলেস্‌লি]—১৭৯৮ অব্দে মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি এদেশের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তাঁহার শাসনকালে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে মহীসুরের

টিপু সুলতান নিহত, এবং মারহাট্টাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া, কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে ঘটে। ১৮০৩ অব্দে বেহারের মারহাট্টাদিগের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা কটক প্রদেশ কোম্পানির হস্তগত হয়। ওয়েলেস্‌লি গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা উঠাইয়া দেন। সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের কার্য্যভার গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার কৌন্সিলের সদস্যগণের হস্তে ছিল; ইহাতে কার্য্য ভাল চলিত না দেখিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লি "সদর আদালত" নাম দিয়া তিন জন জজের প্রতি উক্তভার অর্পণ করেন। প্রথম নিযুক্ত তিন জন জজের মধ্যে বহুবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুক একজন। বিলাতী সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেস্‌লি "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন (১৮০০)। এই উপলক্ষে কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিত হয়; রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১) এবং "লিপিমালা" (১৮০২), রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী," কেরী সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান, এই সময়েই বিরচিত। ১৭৯৯ অব্দে মিসনরী মার্সমান এবং উয়ার্ড সাহেব এদেশে আসিয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন; এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ অব্দে রামায়ণ ছাপাইয়া পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন। এইরূপে লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা বাড়িতে থাকে।

১৮০৪ অব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন; এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্

পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়া অল্পদিন মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। অনন্তর স্যর জর্জ্জ বার্লো দুই বৎসর কাল ভারতরাজ্যভার বহন করেন।

[লর্ড মিণ্টো]—তৎপরে (১৮০৭) লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হন। লর্ড মিণ্টোর শাসনসময়ের শেষ ভাগে (১৮১৩) পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানিকে যে সনন্দ দেন, তদ্দ্বারা কোম্পানির এদেশের একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া যায়, খৃষ্টান মিসন-রিরা এস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি পান এবং সেই সঙ্গে কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন আর্চডিকন নিযুক্ত হন, আর সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে আদেশ হয়।

[লর্ড ময়রা]—লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস ১৮১৩ অব্দের অক্টোবর মাসে এ দেশে গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তাঁহার সময়ে নেপাল ও মহারাষ্ট্রে ইংরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হন। তাঁহারই আমলে কতিপয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রযত্নে ও ব্যয়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ "হিন্দুকালেজ" স্থাপিত হয়, এবং তাঁহারই উৎসাহ দানে শ্রীরামপুরের মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন (২৩ মে, ১৮১৮)।

[লর্ড আমহার্ষ্ট]—মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ১৮২৪ অব্দের প্রথম দিবসে স্বদেশযাত্রা করেন; এবং আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত যুদ্ধ হইয়া কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি হয়, এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা

ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮২৩ অব্দের জুলাই মাসে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বিদ্যা-শিক্ষার তত্ত্বাবধানার্থে কলিকাতায় একটী কমিটি সংস্থাপিত হয় এবং অল্পদিন মধ্যে দিল্লী ও আগ্রাতে একটী কালেজ এবং কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ (১৮২৪) খোলা হয়। সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী সংস্কৃতভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেব। লর্ড আমহার্ষ্ট পশ্চিম যাইয়া (১৮২৭) দিল্লীর বাদসাহকে বলেন যে কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের সম্রাট্।

[লর্ড বেণ্টিঙ্ক]—১৮২৮ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরল হন। বহুকাল হইতে এতদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক পতিভক্তি, ধর্ম্ম বা লৌকিকাচারের অনুরোধে মৃত-পতির চিতায় আরোহণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই সহমরণ প্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

এদেশে ঠগ নামে ডাকাইতের দল ছিল। তাহারা ভদ্র-বেশে কাহারও সঙ্গী হইয়া সুযোগমতে তাহাকে বধ করিত। বেণ্টিঙ্কের আমলে কর্ণেল স্লীমানের প্রযত্নে ঠগদিগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।

এই সময়ে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই বিষয়ের ঘোর আন্দোলন হয়। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন। প্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে ও ট্রিবিলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জ্ঞান-

চর্চা প্রয়োজনীয় বলিয়া ইংরেজীর পক্ষ সমর্থন করেন। গবর্ণর জেনেরলের বিচারে ইংরেজীরই জয় হয়, এবং তদবধি ইংরেজী বিদ্যা প্রচারের দিকে অধিক দৃষ্টি হয়। ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতার মেডিকেল কালেজ সংস্থাপিত হয়।

লর্ড মেকলে এদেশে "ল। কমিশন" নামক বিধিপ্রণয়ন সভার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিই "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির" প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে অনেক গুলি পরিবর্ত্তন ঘটে। "প্রবিন্সিয়াল কোর্ট" গুলি উঠিয়া যায়। "রেভিনিউ কমিসনরী" পদের সৃষ্টি হয়। "কালেক্টরেরা" ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পান। জজেরা দেওয়ানী এবং দায়রার মোকদ্দমা করিবেন, এই নিয়ম হয়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে "মুন্সেফী" এবং ১৮০৩ অব্দে "সদর আমিনী" পদের সৃষ্টি হয়। এপর্য্যন্ত এদেশীয় লোকে এই দুইটী পদ পাইতে পারিতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রধানতঃ এতদ্দেশবাসীদিগের নিমিত্ত "প্রধান সদর আমিনী" নামক একটী নূতন পদ সৃষ্টি করেন। প্রধান সদর আমিনদিগের বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকা নির্দ্ধারিত হয়, এবং দাবি যত কেন অধিক হউক না, সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার হয়। ১৮৩৩ অব্দ হইতে "ডেপুটি কালেক্টর" নিযুক্ত হইবারও নিয়ম হয়, এই কর্ম্মও এতদ্দেশীয় লোকে পাইতে লাগিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" নামক সংবাদ পত্র প্রচারারম্ভ করেন (১৮৩০) এবং রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন (১৮২৯)। ভারতবর্ষবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বোধ

হয়, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে ইংলণ্ডে যান (১৮৩০); এবং তথায়ই তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন (১৮৩৩)। রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন।

[মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা]—১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশ যাত্রা করেন, এবং স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনেরল না আসা পর্য্যন্ত মেট্‌কাফ্ সাহেব তৎকার্য্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে ও তাঁহারই প্রযত্নে এদেশীয় ইংরেজী ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। মেকলে সাহেবও এবিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড অক্‌লাণ্ড এদেশের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাবুলে ইংরেজ দিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় হুগলী কালেজ (১৮৩৬) * এবং ঢাকা কালেজ (১৮৪১) স্থাপিত হয়। ১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড এলেনবরা গবর্ণর জেনেরল থাকেন, তাঁহার আমলে কাবুলে ইংরেজেরা জয়ী হইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসেন; এবং সিন্ধুদেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। লর্ড এলেনবরা "ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী" পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শাসনকালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় (১৮৪৩), এবং অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক হন।

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি শিখদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

---

* মহম্মদ মসিন নামে একজন সম্পত্তিশালী মুসলমানের প্রদত্ত বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে হুগলী কালেজ ও মাদ্রাসা সংস্থাপিত হয়; স্যর জর্জ্জ ক্যাম্প-বেলের সময় হইতে মসিনের টাকা লইয়া মুসলমান বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং হুগলী কালেজ গবর্ণমেণ্টের হইয়াছে।

করেন; এবং তাঁহার সময়ে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" নামক এক শত একটি গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও কৃষ্ণনগর কালেজ (১৮৪৬) সংস্থাপিত, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয় (১৮৪৭)।

[লর্ড ড্যালহৌসী]—১৮৪৮ অব্দে লর্ড ড্যালহৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে পঞ্জাব পেগু, সেতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা ও বিরার বলে ছলে কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়, বহরমপুর কালেজ সংস্থাপিত (১৮৫৩) এবং হিন্দু কালেজ "প্রেসিডেন্সি কালেজে" পরিণত (১৮৫৫) হয়; অনেক গুলি গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত ও কলিকাতার বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সার চার্লস উড প্রণীত ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতিলিপি আইসে, এবং তদনুসারে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের" সূত্রপাত এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের "গ্রাণ্ট ইন এড" অর্থাৎ সাহায্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই উপলক্ষে শিক্ষা বিষয়ক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিদ্যাধ্যাপনের "ডাইরেক্টর" "ইনস্পেক্টর" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। লর্ড ড্যালহৌসীর যত্নে এদেশে রেলওয়ে খুলে* এবং তারের খবরের বন্দোবস্ত হয় (১৮৫২), আর "পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট" সংস্থাপিত হইয়া, ডাকের মাশুল কমিয়া যায়। ১৮৫৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালায় "লেপ্টেনাণ্ট

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গবর্ণর” নামে এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এতদ্দেশবাসিগণ বিলাতে যাইয়া “সিবিল সার্ব্বিস” পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন (১৮৫৪)।

[ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যভার গ্রহণ]—১৮৫৬ অব্দে লর্ড ড্যালহৌসী স্বদেশ যাত্রা করেন, এবং লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন। লর্ড ক্যানিঙের আমলে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে (১৮৫৭)। তজ্জন্য ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, অঙ্গীকার করেন যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকর্ম্ম দিবেন (নবেম্বর ১৮৫৮)। লর্ড ক্যানিঙের সময়ে “ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি” “দেওয়ানী” ও “ফৌজদারী” কার্য্যবিধি এবং খাজানাসম্বন্ধীয় ১০ আইন প্রচারিত হয়।

ক্যানিঙের পরে লর্ড এল্‌গিন গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসন সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও মাতলা রেলওয়ে খুলে, এবং সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট একত্রিত হইয়া “হাইকোর্ট” নাম ধারণ করে। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইয়াছে, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিচারাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লোকান্তরিত হইয়াছেন, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও চন্দ্রমাধব ঘোষ হাইকোর্টের বর্ত্তমান বাঙ্গালী জজ।

দুই বৎসর (১৮৬২—৬৩) পূর্ণ না হইতে হইতে লর্ড এল্‌গিন মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর স্যর উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিন গবর্ণর জেনেরলী করেন।

অনন্তর স্যর জন লরেন্স (১৮৬৪—৬৯) এবং লর্ড মেও (১৮৬৯—৭২) যথাক্রমে গবর্ণর জেনেরল হন। লরেন্স ও মেও এদেশে ইংরেজী শিক্ষা স্বাধীনতাপ্রোৎসাহী ও বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাই এদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল এইরূপ বিবেচনায় দেশীয় লোকে তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষ হওয়ায়, তাঁহারা সিদ্ধ কাম হইতে পারেন নাই। একজন নির্ব্বাসিত মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে আণ্ডামান্ দ্বীপে লর্ড মেওর মৃত্যু হয় (৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২)।*

অনন্তর ৯ই হইতে ২৪এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্যর জন ষ্ট্রেচি ও ২৪এ ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। ১৮৭২ সালের ৩রা মে গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক এদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কর প্রপীড়িত প্রজাদিগের করভার লাঘব করেন, এবং উচ্চ অঙ্গের ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহ দেন। ১৮৭৬ সালে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন; এবং লর্ড লিটন তৎপদে অভিষিক্ত হন। লর্ড নর্থব্রুকের আমলে ১৮৭৫ অব্দের শেষভাগে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স এতদ্দেশে শুভাগমন করেন। যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে মহারাণী বিক্টোরিয়া "ভারতরাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, (১৮৭৬)। ১৮৭৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে এই উপাধি গ্রহণ ঘোষিত হইয়াছে। এই বৎসর দক্ষিণ-

* এই শোচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবও একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যাকারা দুইজনই আফগানস্থান নিবাসী।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ন্যূনাধিক অর্দ্ধ কোটি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে কাবুলের আমিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়; আফগানেরা বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক ইংরেজ রেসিডেন্ট স্যর লুইস ক্যাভাগ-নারিকে দলবল সহিত নিহত করে। এই যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়ী হন। ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় মার্কুইস্ অব্ রিপন এতদ্দেশের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। এই সময়ে ইংরেজেরা পুনর্ব্বার কাবুলে জয়ী হন। এতদ্ব্যতিরিক্ত লর্ড রিপনের শাসন কালে আর কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটে নাই। ইনি অতি উদার প্রকৃতির লোক, সর্ব্বদা এদেশীয় লোকের হিত কামনায় রত ছিলেন। এদেশীয় লোকদিগেরও ইঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ইনি দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান করেন; স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন; বিদ্যা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন অভিপ্রায়ে "এডুকেশন কমিশন" নিযুক্ত করেন, ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ হেতু বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন, ও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র রেলওয়ে বিস্তার সম্বন্ধে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ প্রেরণ করেন। যাহাতে রাজকর্ম্মে দেশীয় লোক অধিকতর পরিমাণে নিযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং তাঁহার সময়েই জজ রমেশ চন্দ্র মিত্র কিছুকাল চিফ্ জষ্টিসের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজস্ব সচিব স্যর ইভলিন বেয়ারিং (১৮৮২) কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদির ও আরও অন্যান্য অনেক দ্রব্যের আমদানীর মাশুল উঠাইয়া দেন। লবণের শুল্ক কমাইয়া দরিদ্র প্রজাদিগের বিশেষ উপকার

করেন। ১৮৮২ সালে মিশরের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য কয়েক দল দেশীয় সৈন্য পাঠান হয়। ইহাদিগের কষ্ট সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, সাহস ও রণ নৈপুণ্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালের শেষভাগে লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিণের হস্তে ভারত শাসন ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইঁহার আগমনের কিছু দিন পরে বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক (১৮৮৫ সালের ৮) আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইনি ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে কাবুলের আমিরকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত রাওয়ালপিণ্ডিতে মহাসমারোহে দরবার করেন। এই বৎসর শেষ ভাগে ব্রহ্মরাজ থিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তদ্দেশ অধিকার করা হয়। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গোয়ালিয়রের দুর্গ মহারাজা সিন্ধিয়াকে পুনঃপ্রদান করা হইয়াছে। এপ্রিল মাস হইতে ইনকম টাক্স পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে।

[লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।]—হ্যালিডে সাহেবের পরে স্যর জন পিটর গ্রাণ্ট [১৮৫৯—৬২], স্যর সিসিল বীডন [১৮৬২—৬৭], স্যর উইলিয়ম গ্রে [১৮৬৭—৭১] ও স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল [১৮৭১—৭৪] সাহেব যথাক্রমে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে নীলকর ইংরেজদিগের অত্যাচারনিবারিত হয় এবং গুরুপাঠশালাসমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদান দ্বারা তাহাদিগের উন্নতির প্রস্তাব হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক লোক মারা যায়, কিন্তু তাঁহার শাসনকালেই পাটনার কালেজ সংস্থাপিত হয়, এবং বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালার উন্নতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন। লর্ড মেও ইংরেজী শিক্ষা কমাইতে চেষ্টা করিলে, গ্রে সাহেব তদ্বিরোধী হইয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। ক্যাম্পবেল সাহেব বাঙ্গালা ভাষা ও উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষ হইয়া লোকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

কিন্তু বেহার দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাদিগের হিতের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত স্যর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, প্রজারঞ্জন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্যর আসলী ইডেন সাহেব পরে বাঙ্গালার লেপ্টে-নাণ্ট গবর্ণর হন। তাঁহার পর স্যর রিবর্স টমসন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন।

[দেশের অবস্থা]—ইংরেজদিগের রাজত্বকালে এদেশে সহমরণ, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জ্জন প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত হইয়াছে। চোর, ডাকাইত এবং অত্যাচারীদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে, নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাষ্পীয় পোত-যোগে গমনাগমনের ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে, ডাকের এবং টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত দ্বারা অল্প সময় মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবার উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের বৃদ্ধি হইয়া স্বত্ব রক্ষা করা সহজ হইয়াছে, বিদ্যা-চর্চ্চার উন্নতি হইয়া লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকায় লোকে রাজপুরুষদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে। ইংরেজেরা এদেশে নীল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও এখানকার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজদিগের সময়ে এদেশের তিনটী মহৎ অনিষ্ট হয়। (১) এতদ্দেশীয় লোকে বড় বড় রাজকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। (২) ম্যাঞ্চেষ্টর নগরের ইংরেজ বণিকদিগের প্রভাবে এখান-কার বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটে, (৩) শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের বৃদ্ধি হয়। যাহা হউক, এক্ষণে এতদ্দেশ-বাসীরা "সিবিল সার্ব্বিসে" প্রবেশ করিতে এবং হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইতে পারিতেছেন; এবং এইরূপে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিতেছেন। এদেশে কাপড়ের কল করিবার ইচ্ছাও ক্রমে লোকের হইতেছে, যদি গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ বণিকদলের

তাড়নায় ভীত না হন, তাহা হইলেই রক্ষা।* লর্ড লরেন্স, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্নে সুরাপানের প্রভাবও কিছু কমিয়াছে, শেষ কি হয় বলা যায় না।

[জমিদারগণ]—মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন, ইংরেজ রাজত্বকালে তাঁহাদিগের সে অবস্থা গিয়াছে। তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্য, গড় এবং বিচারালয় নাই। নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নীলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজকর দেওয়া তাঁহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল, এবং তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্যব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্প দিন মধ্যে তাঁহারা বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন।

[ভাষা ও সমাজ সংস্কার]—ইংরেজদিগের সময়ে বাঙ্গালার শান্তি চিরদিন বিরাজমান রহিয়াছে, এজন্য সমাজ সংস্কার ও ভাষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহু-বিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের পথ খুলিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা এবং যাত্রাওয়ালা-দিগের গীতেও বাঙ্গালার মধুরতা বৃদ্ধি করিয়াছে, ইংরেজদিগের আমলেই বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা আরম্ভ। ফরষ্টর সাহেবের ১৭৯৩ অব্দের বিধিব্যূহের বাঙ্গালা অনুবাদের

* সম্প্রতি আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রচার করিয়াছেন তদ্দারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে।

পূর্ব্বে আর কোন গদ্যপুস্তক ছিল কি না সন্দেহ; পরে রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা ক্রমে ক্রমে গদ্য রচনার পারিপাট্য হইয়াছে।

[সাময়িক পত্র]—সুলতান আজিম ওসানের সময়ে এদেশে প্রথমে সাময়িক পত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইংরেজদিগের আমলে উহা মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের চক্ষে পড়িতেছে এবং উহার দ্বারা দেশের অনেক উপকারও সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিসনরিদিগের কর্তৃক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রচারিত হয়, এবং পরে "প্রভাকর" ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৮৫৩ অব্দে মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এতদ্দেশবাসীদিগকে রাজনীতি সমালোচনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাঙ্গালীরা ইংরেজী ও বাঙ্গালায় অনেক খবরের কাগজ বাহির করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিন চারি খান রাজনীতিজ্ঞতায় হিন্দু-পেট্রিয়ট অপেক্ষা ন্যূন নহে।

[মিসনরিগণ] পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টান মিসনরিরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রথম মুদ্রিত করেন, এবং পরে তাঁহারাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছাপাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের কালেজ, কলিকাতার কয়েকটী কালেজ ও স্থানে স্থানে অন্য প্রকার বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া, তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কেরী, মার্সম্যান ও ডফ সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সহজে ভুলিবেন না।

[ধর্ম্ম সংস্কার]—ইংরেজদিগের সময়ে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ত্তাভজা, গুরুসত্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও ধর্ম্মসংস্কার চলিতেছে।

সংস্কৃত মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ফেরাজী বলে ; ইহারা হিন্দুর ভাত খায় না ; এবং ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। পূর্ব্ববাঙ্গালায় ও কলিকাতায় ইহাদিগের দলবৃদ্ধি হইয়াছে।

[বাণিজ্য]—সুবিখ্যাত ইংরেজী ইতিহাসলেখক অর্ম্মি* সাহেব ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী ও অধিবাসীদিগের বিষয়ে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য বহু বিস্তীর্ণ ছিল। তখন এখান হইতে দিল্লীর সমুদায় কার্পাস ও পট্ট বস্ত্র যাইত, এবং আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাস বস্ত্র, চিনি অহিফেণ, শস্য প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই ইউরোপীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ছিল। তখন এদেশে সদর রাস্তা বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দূরে গমন করিলে, প্রায় এমন একটী গ্রাম পাওয়া যাইত না যেখানে প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বস্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত নহে। অপর বাণিজ্যদ্রব্যজাত সম্বন্ধে যাহা হউক, বস্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এদেশের আর পূর্ব্বের অবস্থা নাই, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীতি হইবে। এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা ঘুরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় যায় না। এখন আমরা বিলাতী বস্ত্র পরিধান করি। এদেশে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল সংস্থাপন না করিলে ম্যানচেষ্টরের প্রতিযোগিতায় এদেশীয় বস্ত্র ব্যবসায় পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে এবং বোম্বাই প্রদেশে এখন অল্প পরিমাণে কলে মোটা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিলাতী আমদানী কাপড়ের মাশুল উঠাইয়া দিয়াছেন, আর রাজপুরুষগণ কলের কারখানায় মজুরদিগের বয়স, কার্য্য ও বিশ্রামকাল নির্দ্ধারণ করিয়া আইন করিয়াছেন। এরূপ নিয়ম হওয়াতে, বস্ত্রনির্ম্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি

---

* Orme.

হইয়াছে, এবং আমরা যে সহজে বিলাতের সমকক্ষ হইতে পারিব, এমন বোধ হয় না।

[ব্যাধি]—১৮১৫ সালে যশোহরের নিকটে "ওলাউঠা" পীড়ার সৃষ্টি। পরে উহা পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে উহার উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর নদীয়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় "সঞ্চারী জ্বরে" অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নদী, খাল প্রভৃতি ক্রমে মাটি পড়িয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে ও স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত জলনির্গমের বাধা জন্মিয়া এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহামারীতে গৌড় নগর জনশূন্য হয়, তাহাও এই প্রকার জ্বরে।

[ঝটিকাবর্ত্ত]—১৮৬৪ সালে এদেশে একটী ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক গৃহ ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল, এবং ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গসাগরের সলিলরাশি ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মনুষ্য, জীবজন্তু ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের পক্ষে নূতন নহে। আইন আকবরী পাঠ করিয়া জানা যায় যে ১৫৮৩ অব্দে এদেশে একটী বজ্রবিদ্যুতসংকুল ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি উত্থিত হইয়া দেবমন্দিরচূড়া ও অত্যুচ্চস্থান ব্যতিরিক্ত বাখরগঞ্জ প্রদেশের অনেকাংশ নিমজ্জিত করিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ জীবের মৃত্যু হয়, কিন্তু ১৮৭৬ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে যে ঝটিকাবর্ত্ত ঘটে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। উহার বলে মেঘনা ও বঙ্গসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ লোক বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে।

পরিশিষ্ট।

---

(১) পাল রাজবংশ।

অনুশাসন পত্র হইতে পালবংশীয় এই কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে :—

ভূপাল, গোপাল বা লোকপাল	শূরপাল	নয়নপাল
ধর্ম্মপাল	রাজ্যপাল	মদনপাল
দেবপাল	পালদেব	মহেন্দ্রপাল
জয়পাল	বিগ্রহপাল	স্থিরপাল
নারায়ণপাল	মহীপাল	

মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপাল প্রদত্ত একখানি অনুশাসনপত্রে লিখিত আছে যে, তিনি গঙ্গোত্তরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এবং লক্ষ্মীকূল [পূর্ব্ব দেশীয় লক্ষ্মীপুর] হইতে পশ্চিম-সাগর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার যুদ্ধাশ্ব সকল কাম্বোজ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে বিবেচনা করেন যে, কাম্বোজ দেশ সিন্ধুনদের অপর-পারবর্ত্তী। রঘুবংশে ইহার বর্ণনা আছে। বুদাল নামক স্থানে প্রাপ্ত আর একখানি অনুশাসন পত্র পাঠ করিয়া জানা যায় যে, গৌড়ীয় পালরাজারা এক সময়ে উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হূণদিগের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

(২) বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ।

নিম্নে বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের নাম ও শাসনকাল, এবং সমকালবর্ত্তী দিল্লীর সম্রাট্‌গণের নাম ও সিংহাসনাধিরোহণ-কাল প্রদত্ত হইল।

পরতন্ত্র পাঠান শাসনকাল।		দিল্লীর সম্রাট্‌গণ।	
১২০৩—৫	বখ্‌তিয়ার খিলিজী	১২০৬	কুতবুদ্দিন
১২০৫—৯	মহম্মদ শিরান	১২১০	আরাম
১২০৯-১১	আলিমর্দ্দান	১২১০	আলতামাস
১২১১-২৭	সুলতান গায়সুদ্দিন	১২৩৫	রুকনুদ্দিন
১২২৭-২৯	নাসিরুদ্দিন	১২৩৬	রেজিয়া বেগম
১২২৯-৩৩	আলাউদ্দিন সৈফ উদ্দিন	১২৩৯	বহরম খাঁ
১২৩৩-৪৪	তুগন খাঁ	১২৪১	মসায়ুদ
১২৪৪-৪৬	তৈমুর খাঁ	১২৪৬	নাসিরুদ্দিন
১২৪৬-৫৮	তুগ্রল খাঁ	১২৬৫	বেলিন বা বলবন
১২৫৮-৫৯	মসায়ুদ মালিকজানি	১২৮৭	কৈকুবাদ
	ইজুদ্দিন বলবন		খিলিজি বংশ
১২৫৯-৭৯	তাতার খাঁ	১২৯০	জেলালুদ্দিন
	সের খাঁ		
	আমিন খাঁ	১২৯৫	আলাউদ্দিন
১২৭৯-৮২	তুগ্রল (মুগিস উদ্দিন)	১৩১৫	উমার
১২৮২-৯২	নাসিরুদ্দিন বাখরা খাঁ,	১৩১৬	মুবারক
১২৯২-৯৭	কৈকায়ুস্	১৩২০	খসরু
১২৯৭(?)	১৩১৮ ফেরোজ সা		

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাগণ।		দিল্লীর সম্রাট্গণ।	
১৩১৮	সিহাবুদ্দিন (গৌড়)		
১৩১১-১৯	বাহাদুর সা (পূঃবা)		তোগলক বংশ।
১৩১৯-২৩	বাহাদুর (সমুদয়)	১৩২০	গায়স্উদ্দিন (১)
১৩২৩-২৫	নাসিরুদ্দিন (গৌড়)	১৩২৫	মহম্মদ বিন্
১৩২৫-৩১	বাহাদুর সা (পূঃ বা)	১৩৫১	ফেরোজ সা
১৩২৬-৩৯	কদর খাঁ (গৌড়)	১৩৬৮	গায়স্উদ্দিন (২)
১৩২৫-৩৮	বহরম খাঁ (পূঃ বা)	১৩৭৯	আবুবকর
১৩২৪-৩৯	আজম উলমুলক (সপ্তগ্রাম)	১৩৮৯	নাসিকদ্দিনমহম্মদ
		১৩৯২	হুমায়ুন
		১৩৯২	মামুদ
		১৩৯৫	নসরত সা

স্বতন্ত্র পাঠান শাসন কাল।

১৩৩৮-৫০	ফকিরুদ্দিন (পূঃ বা)		
১৩৫০-৫৩	মুজাফর গাজি সা (পূঃ বা)		
১৩৩৯ ৪৫	আলি সা (পঃ বা)		
	ইলিয়াস সাহীবংশ।		
১৩৩৯-৫৩	সামসুদ্দিন ইলিয়াস (পঃ বা)		
১৩৫৩-৫৮	সামসুদ্দিন (সমুদয় বাঙ্গালা)		
১৩৫৮-৮৯	সেকন্দর সা		
			সৈয়দ ও লোদী বংশ।
১৩৮৯-৯৮	গায়স উদ্দিন		
১৩৯৮-১৪০২	সৈফ উদ্দিন হামজাসা	১৪১২	দৌলত খাঁ লোদি
১৪০২—৫	সামসুদ্দিন	১৪১৪	খিজিরখাঁ

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাগণ।		দিল্লীর সম্রাট্‌গণ।	
রাজা গণেশ ও তদ্বংশ।			
১৪০৫-১৪	রাজা গণেশ	১৪২১	সৈয়দ মুবারক
১৪১৪-৩০	যদু (জেলালুদ্দিন)	১৪৩৩	সৈয়দ মহম্মদ
১৪৩০-৪৫	আহম্মদ সা	১৪৪৩	সৈয়দ আলাউদ্দিন
	ইলিয়াস্‌সাহীবংশ।		
১৪৪২-৬০	নাসিরুদ্দিন মামুদ সা	১৪৫০	বুল্লল লোদি
১৪৬০-৭৪	বর্ব্বক সা	১৪৮৮	সেকন্দর লোদি
১৪৭৪-৮১	যুসুফ সা	১৫১৭	ইব্রাহিম-লোদি
১৪৮১	সেকন্দব সা দ্বিতীয়		
১৪৮১-৮৭	ফত সা		
	হাবসিগণ।		
১৪৮৭—	সুলতান সাহাজাদা		
১৪৮৭-৯০	সৈফউদ্দিন ফেবোজ সা		
১৪৯০—	মামুদ সা		
১৪৯০-৯৪	মুজাফর সা		
হোসেন সাহীবংশ।		মোগলবংশ	
১৪৯৪-১৫২৩ বা ২৫	হোসেন সা	১৫২৭	বাবব।
১৫২৩ বা ২৫-১৫৩৩	নসবৎ সা	১৫৩০	হুমায়ুন
১৫৩৩—	ফেবোজ সা		
১৫৩৩-৩৬	মামুদ সাঁ		
	সুববংশ।	সুরবংশ	
১৫৩৬-৪৫	সের সা	১৫৪০	সের সা
১৫৪৫-৫৫	মহম্মদ খাঁ	১৫৪৫	ইস্লাম খাঁ
১৫৫৫-৬১	বাহাদুব সা	১৫৫২	আদিল সা

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাগণ।		দিল্লীর সম্রাট্‌গণ।	
৫৬১-৬৩	জেলাল খাঁ ও তৎপুত্র গায়সউদ্দিন		মোগলবংশ।
	করবাণীবংশ।		
১৫৬৩-৭২	সুলেমান	১৫৫৬	হুমায়ুন
১৫৭২-	বয়াজিদ		
১৫৭৩-৭৬	দায়ুদ	১৫৫৬	আকবর
	মোগলাধীন সুবাদারগণ।		
১৫৭৬-৭৮	হোসেন কুলি খাঁ		
১৫৭৯-৮০	মুজাফর খাঁ		
১৫৮০ ৮২	রাজা তোডলমল		
১৫৮২-৮৪	আজিজ খাঁ আজম		
১৫৮৪-	সাবাজ খাঁ		
১৫৮৭-	উজির খাঁ		
১৫৮৭-১৬০৬	রাজা মানসিংহ	১৬০৬	জাহাঙ্গীর
১৬০৬-৭	কুতবুদ্দিন		
১৬০৭-৮	জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ		
১৬০৮-১৩	সেখ ইস্‌লাম খাঁ		
১৬১৩-১৮	কাশিম খাঁ		
১৬১৮-২৩	ইব্রাহিম খাঁ		
১৬২৩-২৪	সাহজাহান		
১৬২৪-২৮	মহবৎ খাঁ মকরিম খাঁ কেদাই খাঁ	১৬২৭	সাহজাহান

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাগণ।		দিল্লীর সম্রাট্‌গণ	
১৬২৮-৩২	কাশিম খাঁ যুবৈনী		
১৬৩২-৩৭	আজিম খাঁ		
১৬৩৭-৩৮	ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদি		
১৬৩৯-৬০	সুলতান সুজা	১৬৫৮	আওরঙ্গজেব
১৬৬০-৬৪	মীরজুম্লা		
১৬৬৪-৭৭	সায়েস্তা খাঁ		
১৬৭৭-৭৮	ফেদাই খাঁ		
১৬৭৮-৭৯	সুলতান মহম্মদ আজিম		
১৬৭৯-৮৯	সায়েস্তা খাঁ (দ্বিতীয়বার)		
১৬৮৯-৯৭	ইব্রাহিম খাঁ	১৭০৭	বাহাদুর
১৬৯৭-১৭১২	সুলতান আজিমওসান	১৭১২	জাহান্দর সা
১৭০১-	মুরশিদ কুলি খাঁ দেওয়ান	১৭১৩	ফেরকসের
১৭০৩	মুরশিদ কুলি সহকারী	১৭১৯	মহম্মদ সা
	নাজিম	১৭৪৮	আহম্মদ সা
১৭১৩-২৫	মুরশিদ কুলি নাজিম	১৭৫৪	আলমগির
১৭২৫-২৯	সুজাউদ্দিন	১৭৬০	সাহ আলম
১৭২৯-৪০	সরফরাজ খাঁ		
১৭৪০-৫৬	আলিবর্দ্দি খাঁ		
১৭৫৬-৫৭	সেরাজউদ্দৌলা		